ধ্বংসের পথে ভারত

শেখ নাসীর আহমদ

ধ্বংসের পথে ভারত

শেখ নাসীর আহমদ

: প্রাপ্তিস্থান :
ইসলামিক বুক সেন্টার
২৭-বি, লেনিন সরণী, কলি-১৩

www.pathagar.com

প্রকাশক—শেখ লিয়াকত হোসেন
শ্রীরামপুর, মহিষরেখা
হাওড়া

প্রথম সংস্করণ—১০০০
১০ই মহরম, ১৪১৪ হিজরী
২রা আগষ্ট, ১৯৯০

মুদ্রক—
বি. আই. পি. টি. প্রেস
২৭ বি. লেনিন সরণী,
কলিকাতা-১৩

মূল্য—আট টাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ ফ্যাসীবাদের পথে ভারত	১
০ ফ্যাসীবাদের উৎস সন্ধানে	৭
০ পজিটিভ সেকুলারিজম	১৮
০ ভারতের রাজনীতিতে গরু	২৯
০ ধ্বংসাত্মক ভাষানীতি	৩৫
০ মেরা ভারত মহান	৫৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

ব্রাহ্মণ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির যত রাগ ইতিহাসের উপর। এটা তাদের কঠিন গোঁড়ামী ও তজ্জনিত জেদ-হিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহার ফল। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের যে ঔদার্য তাদের শক্তিশালী হবার কারণ সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার যা কিছু মূল্যবান তারা তাকে বিদায় দিতে চায় 'পজিটিভ সেকুলারিজিম'-এর নামে। এখানেই তারা থেমে থাকতে চায়নি। বিগত হাজার বছর ধরে ইসলামের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সভ্যতার যে আদল তৈরী হয়েছে তাকেও তারা নস্যাৎ করতে চায়, নস্যাৎ করতে চায় দু'হাজার বছর ধরে ভারতে খৃষ্টান সভ্যতার যে অস্তিত্ব রয়েছে তাকেও। বৌদ্ধ প্রভাবকে তো তারা ধ্বংস করেছেই। এভাবে তারা প্রাচীন কাল্পনিক বৈদিক যুগের দিকে ফিরে যেতে চায় যেখানে ব্রাহ্মণরা হবে সর্বেসর্বা ও অন্যান্যরা হবে সেবাদাস। তারা অন্তহীন সংঘাতের দ্বার খুলে দিতে চায়। তাদের এই পরিকল্পিত অভিযানের ফলেই দেশ ভাগ হয়েছে, পাঞ্জাব সমস্যার মতো বহুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নাগা ও মিজো সমস্যা। দ্রাবিড় আন্দোলন ও আলফার উদ্ভবের মূলেও তারা। কাশ্টওয়ারের উদ্গাতা তারাই। ভারত আজ রক্তাক্ত তাদের গোঁয়ার্তুমীর কারণেই। তারা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যুদ্ধ চায়। তারা এক নতুন হিটলারের প্রতীক্ষায় রয়েছে ও তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছে। তাদের কার্যকলাপের ফলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা চিন্তিত ও আতঙ্কিত কারণ তাদের প্রচেষ্টার ফলে শুধু ভারতই ধ্বংস হবে না, ধ্বংস হবে মানব সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও কল্যাণকর তার সব কিছুই।

www.pathagar.com

জনগণ যদি যথাসময়ে সবকিছু জানতে পারে তাহলে তারা সতর্ক হতে পারে ও মরণফাঁস গলায় নাও পরতে পারে। তাই একে ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে পেঁাছে দেওয়ার দায়িত্ব জনগণকেই নিতে হবে। সে দায়িত্ব তারা পালন করবেন এই আশা নিয়েই আমি এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

বিনীত
নাসীর আহমদ

www.pathagar.com

ফ্যাসীবাদের পথে ভারত

"ভারত খুব দ্রুত ফ্যাসীবাদের দিকে ছুটে চলেছে। দক্ষিণপন্থী চরম নাৎসীদল (আর এস এস) মধ্যপন্থী ইন্দিরা কংগ্রেস এবং তথাকথিত কম্যুনিষ্ট দলসমূহ (সি পি এম ও সিপিআই) সকলেই সচেতন বা অসচেতনভাবে দেশকে ফ্যাসীবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই ফ্যাসীবাদের মোহের শিকার সব দলই অর্থাৎ কোন দলই এর ব্যতিক্রম নয়। এই কারণেই ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ ক্রমশঃই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ভোটের প্রতি জনতার আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। পার্লামেণ্ট তার গুরুত্ব হারিয়েছে। মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতাই নেই। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকানুন কোন কাজেই আসছেনা। আমলারা মন্ত্রীদের মানেনা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ক্বচিৎ আলোচনায় বসে এবং বসলেও কোন নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়না। বহু কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি অশোক হোটেলেই সম্পাদিত হয়।..... দেশের সংবিধান একটুকরো ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়েছে।

যেহেতু পার্লামেণ্ট ও বিধানসভা অচ্ছুৎ, উপজাতি, পশ্চাদপদশ্রেণী ও অন্যান্য নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দিয়েছে, সেহেতু শাসকগোষ্ঠী এই সমস্ত নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেশী বেশী করে এড়িয়ে চলছে। ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাত থেকে আমলাদের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা ফ্যাসীবাদের সুস্পষ্ট আলামত। শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণী ও জাতিগত স্বার্থ রক্ষা করতে

www.pathagar.com

গণ-নির্বাচিত পার্লামেণ্ট ও বিধানসভা ব্যর্থ হওয়ায়, শাসকগোষ্ঠী এখন তাদের আশাভরসা অধিকতরভাবে বিচারবিভাগ ও আমলাদের উপর নিবদ্ধ করছে। এই কারণেই ক্ষমতা এখন আমলাতন্ত্র, বিচার-বিভাগ, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আর্থিক, বাণিজ্যিক, শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ইংরেজী পড়া শাসকগোষ্ঠী যারা ভারতীয় সমাজের ১০% শতাংশের কম তারা ভারতীয় ফ্যাসীবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। যথোপযুক্ত সময়ে ধর্মীয় আবরণে হিন্দু হিটলারকে সামনে আনা হবে।

ক্রমবর্ধমান ক্রিকেট-কালচার, সিনেমা-রোগ ফিল্ম-পত্রিকার বিস্তার, ভিডিও ক্লাব, স্থূলধরনের রঙ্গরসিকতায় আগ্রহ সেই সংগে ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ দলবদ্ধ স্বামী বাবাজীদের আবির্ভাব, ক্ষুদ্র বন্দুকধারী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে গুরুগিরি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি সবকিছুই ফ্যাসীবাদের পাগলা ঘোড়ার অগ্রগতিকেই সূচিত করছে। টি.ভি পরিচালিত শহুরে প্রমোদ ব্যবসা এই দশ শতাংশ শহুরে বসবাসরত অবসরযুক্ত নাগরিকরা যারা সরকার পরিচালিত বিমান পরিবহনের সুযোগপ্রাপ্ত তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই। হুঁশিয়ার হও বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠছে। ছোট ছোট জাতীয়তাবাদমূলক অনুভূতিগুলি প্রকৃতপথে বিবর্তিত না হয়ে বিপজ্জনক ভাষাগত সংস্কারান্ধতার রূপ পরিগ্রহ করছে। বোম্বের শিবসেনা ও ব্যাঙ্গালোরের কানাড়ী সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসীবাদেরই আর এক রূপ। শাসকগোষ্ঠীর আয় এত প্রচুর ও অবসর এত বেশী যে তা নিয়ে তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছেন না। এই দুটোর সমন্বয় অত্যন্ত বিপজ্জনক। সম্প-

www.pathagar.com

দের প্রাচুর্য হলেই মানবতার পতন ঘটবে। সাবধান মানুষ-খেকো বাঘটি এখন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকুন।

এই যদি শাসকশ্রেণীর অবস্থা হয়, সম্পদ ও সুবিধার প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকীর মুখে ফ্যাসীবাদের প্রতি তার আগ্রহ ও মোহ বোঝা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও ফ্যাসীবাদের প্রবণতার দিকে ঝুঁকছে। ফ্যাসীবাদ প্রধানতঃ সারা দুনিয়াতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপার। আর এস এস হিন্দু নাৎসীদল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত থেকেই জাত : চাকুরীজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সরকারী অফিসের কেরানী, ব্যাংক কর্মচারী কিংবা এই ধরনের লোক। আফসোসের ব্যাপার হলো এই যে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও ফ্যাসীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী চিত্রাভিনেতা এম, জি রামচন্দ্রন, অন্ধ্রপ্রদেশের এন, টি রামারাও, কর্ণাটকের ফিল্মনায়ক রাজকুমার সকলেই ফ্যাসীবাদের তরক্কীতে লিপ্ত। মূর্খ সর্বহারার দল এদের বিশ্রী স্থূল চিত্রাভিনয়ে পাগলের মত ভিড় জমাচ্ছে আর তার মাধ্যমে ফ্যাসীবাদ অগ্রসর হচ্ছে।

আমার ধারণা হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর থেকে এই সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী সম্প্রদায় চিন্তাশূন্য গণ্ডমূর্খ সর্বহারাদের সমন্বয়ে কমুনিষ্ট দলসমূহের কল্যাণে ভারতে ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের অগ্রবাহিনীর কাজ করবে। ভাল মাইনের দ্বীপপুঞ্জে বাস করেও এই শ্রেণীর লোকেরা সন্তুষ্ট নয়। কমুনিষ্ট দলগুলোও তাদের বামপন্থী শ্রমজীবী ইউনিয়নের দ্বারা এই সংঘবদ্ধ শ্রেণীর ফ্যাসীবাদী ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলছে।

www.pathagar.com

সুতরাং আমি স্পষ্টতঃই ফ্যাসীবাদের আলামত দেখতে পাচ্ছি। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা গণতন্ত্রবাদ যাকে আমাদের সংবিধানের মৌল উপাদান মনে করা হয়, তাকে কখনই মেনে নেবেনা। ব্রাহ্মণ্যবাদ হচ্ছে ফ্যাসীবাদের অপর নাম। ফ্যাসীবাদের ক্রমউত্থানকে রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই নয় বরং এর উত্থানে সাহায্য করার জন্য আমি কম্যুনিষ্ট দলসমূহের উপর দোষারোপ করছি।

যাইহোক আমি ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। বাতাসে হিংসার বাতাবরণ। শাসক শ্রেণী একের পর এক সমাজ-তান্ত্রিক বুলি আউড়িয়ে ততক্ষণ জনগণকে বোকা বানাতেই থাকবে, একটার পর একটা লজেন্স দিয়ে ক্ষুধার্ত জনগণকে মোহগ্রস্ত করে রাখবে যতক্ষণ না একটা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র একটা হিন্দু হিটলারকে চাপিয়ে দিতে না পারে। বিপদ কাল্পনিক নয়, বাস্তব।"

১৯৮৪ সালে ভি টি রাজশেখর শেঠি 'who is the Mother of Hitler' পুস্তিকার ভূমিকায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। যে কোন দৃষ্টিমান পাঠকই উপলব্ধি করবেন যে তাঁর কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আজ সকলেই দিশেহারা। কেন কিভাবে এমনটা হলো কেউ বুঝে উঠতে পারছেনা। অথচ জগতে যাকিছু ঘটে তা হঠাৎ ঘটেনা। একটা বীজ সহসা মহীরুহের আকার ধারণ করেনা। দীর্ঘদিন ধরে এই বীজ লালিত-পালিত হয় ও অনুকূল আলো-বাতাস পেয়ে বর্দ্ধিত হয়। তীক্ষ্ণ সমাজ-বিজ্ঞানীরা আগেভাগেই এসব বুঝতে পারেন। আবহাওয়াবিদের মতই তারা সাইক্লোনের পূর্বাভাস দেন।

www.pathagar.com

বুদ্ধিমান লোকেরা সাবধান হয়, নির্বোধ লোকেরা খেল-তামসায় লিপ্ত থাকে, অবশেষে মারা পড়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

১৯৭১ সালে Leon poliakov ফরাসী ভাষায় একটি বই লেখেন। বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন 'Edmund Howard'। বইটির নামকরণ aryan Myth ক'রে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবজাতি যেসব জুলুম অত্যাচারের শিকার তার মূল নিহিত রয়েছে আর্য জীবনদর্শনের মধ্যে। এই আর্য জীবনদর্শনই জার্মান নাৎসীবাদ ও দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের কারণ। রাজশেখর বলছেন এই আর্য-দর্শন যদি উৎখাত করা না হয় তাহলে দুনিয়া আরও বেশী বিপর্যয়কর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার হবে।

জাপানী পণ্ডিত Mrs. Yumi Tswji যিনি ফ্রেঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁরও অভিমত হচ্ছে জাপানে যে বর্ণবাদ চালু রয়েছে তার মূল উৎসও আর্যদর্শনে নিহিত। পাশ্চাত্যের বর্ণবাদও আর্য সভ্যতার অবদান। আর্যরা জন্মের ভিত্তিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাই কৃষ্ণাঙ্গদের তারা মানুষ বলেই মনে করেনা। আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর জুলুম কিম্বা দক্ষিণ আফরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর জুলুম একই উৎস জাত। জার্মানরা যে ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে কিম্বা ৫ হাজার বছর ধরে ভারতে দলিতদের উপর যে নিপীড়ন চলছে তার মূলেও রয়েছে আর্যদর্শন।

জার্মান ও ইতালী থেকে ফ্যাসীবাদ বিদায় নিয়েছে কিন্তু ভারতে

www.pathagar.com

ফ্যাসীবাদ শক্তিশালী হচ্ছে। এটা ভারতীয়দের চোখে না পড়লেও সচেতন পাশ্চাত্যবাসীদের চোখে পড়েছে। ডেনমার্কের Aarhas থেকে প্রকাশিত Update (Vol. 7 No 2, June, 82) পত্রিকায় এসবের বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে।

আশির দশকে শেঠী যা বলেছেন, সত্তরের দশকে পলিয়াকভ তাই বলেছেন। এরা কেউ ব্রাহ্মণ নন। এঁদের বক্তব্যে বিদ্বেষ, অতিশয়োক্তি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এদের অনেক পূর্বে তিরিশের দশকে এম, এন, রায় একই কথা বলে গেছেন। তাছাড়া তিনি স্বয়ং উচ্চবর্ণজাতও বটে। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে হলে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের ও দেশবাসীকে বাঁচাতে হলে আমাদের অবশ্যই দেশীবিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে ফায়দা নিতে হবে।

—ঃ)(ঃ—

www.pathagar.com

ফ্যাসীবাদের উৎস সন্ধানে

'The Philosophy of Fascism' প্রবন্ধে মিঃ রায় বলেছেন, "ফ্যাসীবাদ তুলনামূলকভাবে নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪৪ সালে ইটালীতে এর প্রথম আবির্ভাব। তারপর থেকে এটা ইউরোপের সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি দেশে সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করে। এর হঠাৎ আবির্ভাব ও চোখধাঁধানো অগ্রগতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই এটা সমকালের উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ফ্যাসীবাদ যে নিষ্ঠুরতা বর্বরতার পরিচয় দেয় তা দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষকে বেদনাহত করে তোলে।.....ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এটা যুদ্ধোত্তর ঘটনা নয়। এই ধরনের ঝড়ো সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন সহসাই ঘটতে পারেনা।"

তিনি মনে করেন ফ্যাসীবাদের সুনির্দিষ্ট দর্শন রয়েছে। দার্শনিক ঘাত-প্রতিঘাতের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলেই এটা জন্মলাভ করেছে।

হেগেলোত্তর আদর্শবাদ থেকেই ফ্যাসীবাদ জাত হয়েছে। এই আদর্শবাদ হিন্দু মিষ্টিসিজম বা দার্শনিক হেঁয়ালীপনার সমার্থক। এম, এন, রায়ের ভাষায়, "A caricature of Hegelian dilecties this neo-scholasticism is remarkably similar to Hindu Mysticism" অর্থাৎ হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ব্যঙ্গচিত্র এই নতুন যুক্তিবাদ হিন্দু হেঁয়ালীপনার সাথে আশ্চর্যজনকভাবে এক। এখন এই Mysticism টা কি? মিঃ রায় বলছেন, "What is mysticism, after all, but

www.pathagar.com

mental confusion which takes refuge in obscurantism to reject experimentally demonstrated scientific trnths and rationally established philosoplical concepts? Fascist philosoply as expounded by gentile is a classical shecimen of mysticism.

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রায়ের মতে মিষ্টিসিজম বা হেঁয়ালীপনা হচ্ছে মানসিক বিশৃংখলা যা কুসংস্কারের মধ্যে আত্মগোপন করে পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। মিঃ রায় এর দুটো বিপরীতমুখী চিত্র অংকন করেছেন। একদিকে অর্থহীনভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, তপজপ। এটা নেতিবাচক ব্যাপার। এর মধ্যে ইতিবাচক কিছু নেই। এটা সক্রিয় চিন্তার বিপরীত অবস্থা। কারণ সক্রিয় চিন্তায় জ্ঞানবৃদ্ধি হয় কিন্তু নিষ্ক্রিয় ধ্যানে কিছুই হয়না। একটা যুক্তিবিরোধী আর অন্যটা যুক্তিসিদ্ধ। ঈশ্বরের ধ্যান, তপজপকে তাই যুক্তির ঊর্ধে রাখা হয়। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর' বলে এই নিষ্ক্রিয় চিন্তাকে সমর্থন করা হয়। ঈশ্বর সম্পর্কে এই বল্গাহীন নিষ্ক্রিয় চিন্তাই শের্কের জন্ম দেয়। এজন্য স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা না করে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে ইসলাম নির্দেশ দেয়। একঘণ্টা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা সারা রাতের এবাদতের থেকে একারণেই বেশী মূল্যবান বলে হাদীসে কথিত হয়েছে। অন্যথায় চিন্তার বিশৃংখলা দেখা দেবে। রায় একে চিন্তার বিশৃংখলা বলেছেন। এই চিন্তার বিশৃংখলা থেকেই সাপ-ব্যাং সবই খোদা হয়ে যায়।

এটা চিত্রের একটা দিক। এর অন্য একটা দিকও আছে। সেটা হচ্ছে জাগতিক দিক। এই জাগতিক দিকটা কেমন? মিঃ রায় বলছেন, "They are purely materialistic in the most vulgar sense."

www.pathagar.com

মুশরেকদের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতিতে এই বিশ্রী ইহ-সর্বস্বতা সুস্পষ্ট। তাদের অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের সব খারাবী বিদ্যমান। শিল্প-সাহিত্যে অশ্লীলতা এত লাগামহীন যে ধর্মীয়-সাহিত্য ও মন্দিরও এ থেকে মুক্ত নয়।

মুশরেকদের লাগামহীন ঈশ্বরচিন্তা ও বাস্তব নগ্ন আচরণের মধ্যে যে ফাঁক, যে বৈপরীত্য, যে কপটতা তার চমৎকার চিত্র বর্ণনা করেছেন মিঃ রায়। The cult of superman প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করেছেন তিনি। রামকৃষ্ণ বলেছেন: "ঈশ্বরে মনসংযোগ করে যে-কেউ শূকর মাংস খেতে পারে, পক্ষান্তরে হবিষ্য খেয়েও কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত থাকা যায়।" এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মিঃ রায় লিখেছেন, আধ্যাত্মবাদীর ভান করে যে-কেউ নগ্ন ভোগবাদের জীবনযাপন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর অবতারের এই শিক্ষা নীৎসের নিন্দাবাদ থেকে ভিন্নতর নয়। বাস্তবিক রামকৃষ্ণের সমস্ত শিক্ষা বিবেকানন্দ যাকে যৌক্তিকতামণ্ডিত করেছেন তা এই সুরেই বাঁধা। এটা হিন্দুত্বের আদর্শকে পূর্ণভাবেই প্রতিফলিত করে। কলিযুগে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এখন লোকের সংসার জীবনযাপন করা উচিত। এটাকে সমর্থন করা হয়েছে যতক্ষণ তারা নিরাসক্ত থাকবে তবে মনে পুজো ভক্তির মনোভাব থাকা চাই। বাস্তবে আধ্যাত্ম আদর্শ বর্জন। এটা কখনই বাস্তব ছিলনা। অবশেষে যুগোত্তীর্ণ মায়াকে বাতিল করা হলো বিপ্লবীর সাহস নিয়ে নয় বরং কপটতাপূর্ণ অনুমোদন দিয়ে। ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্লুত নগ্ন ভোগবাদ। কিন্তু জড়বাদী দর্শন এখনও অগ্রহণযোগ্য। ধর্মীয় জীবনদৃষ্টি এই

www.pathagar.com

অসততা ও মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারেনা যখন তার সামাজিক উপযোগিতা ফুরিয়ে গিয়ে থাকে।"

(Fascisun, Page—36)

মানুষের চিন্তার বিকৃতি থেকে কর্মেও বিকৃতি আসে। আকিদা খারাপ হলে আমলও খারাপ হয়। চিন্তার বিশৃংখলা থেকে জাত এই ফ্যাসীবাদ এল কোথা থেকে ? মিঃ রায় বলেছেন :

"Incidentally, it may be mentioned that the roots of the philosophy of the Fascism can be traced in the devine philosophy of the Gita....Its Indian ancestry can be traced through Schopenhawer whose disciple, Nietzsche, was the father of the philosophy of Facism.'

নীৎসের দর্শনকে তিনি গীতা থেকে জাত বলেছেন,

'Nietzsche's philosophy, justifying cross class domination bears striking resemblance with the Hindu doctrine of Karma and, indeed, is an echo of the voice of God himself: "The four Castes are Created by me, according to quality and ment, (Gita). The caste system places different groups of people in different social stations. If that system providentially ordained, those belonging to lower stations must be reconciled for ever to their positions. Social inequality is thus perpetuated on the authority of divine will. The slave must be slave forever ! The ruling class enjoys its power & privileges as gifts of God which only the sinful can ever dare to take away from it.

এজন্যই তিনি হিন্দুধর্মকে, "The ideology of social slavery" আখ্যা দিয়েছেন :

www.pathagar.com

শুধু গীতা নয়, বেদান্ত ও উপনিষদকেও তিনি ফ্যাসীবাদের উৎস মনে করেন। বেদান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন :

'Its pantheism, to be consistent, must interpret the capitalist system as an integral part of the supreme being. Thus, another philosopher is found preaching pure Vedanta—as the means for the preservation of the "materialist" western civilisation.'

অর্থাৎ 'এর সর্বেশ্বরবাদ সর্বার্থেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চরম সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই ব্যাখ্যা করবে। পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সংরক্ষণের পন্থা হিসাবে অন্য এক দার্শনিককে এভাবে নির্ভেজাল বেদান্ত প্রচার করতে দেখা গেল।'

ফ্যাসীবাদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মিঃ রায় বলেন,

"That is how an ideology for German Imperialism and subsequently for Fascism was constructed out of the sublime philosophy of the Upanishads."

"অর্থাৎ এভাবেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও তৎপরবর্তীতে ফ্যাসীবাদকে উপনিষদের মহৎ দর্শন থেকে তৈরী করা হয়।"

ফ্যাসীবাদী দর্শনের অন্যতম উদ্গাতা শোপেনহাওয়ার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন :

"Schopenhawer...found consolation in the philosophy of the Upanishads—a philosophy which for ages prevented the Indian people from facing the realities of life with the courage to change them. The essence of Schopenhawer's philosophy is the debasement of human will which is declared to be throughly evil and mean." The implication of this philosophy is a negative attitude to all progress, since the objec-

www.pathagar.com

tive forces of progress find their objective expression in the will of man. With this doctrine, Schopenhawer stands exactly on the same ground as the Hindu philosophy, which also declares desire to be the impediment to self realisation —the fountain-head of true knowledge.....

"শোপেনহাওয়ার উপনিষদের দর্শনে সান্ত্বনা খুঁজে পান—যে দর্শন যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনতাকে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাকে সাহসের সাথে পরিবর্তিত করার হিম্মত থেকে বঞ্চিত করেছে। শোপেনহাওয়ারের দর্শনের মর্মকথা হলো মানুষের ইচ্ছা-শক্তির অবমূল্যায়ন যাকে বলা হয়েছে "সম্পূর্ণভাবে মন্দ ও হীন।" এই দর্শনের মোদ্দাকথা হলো সর্বপ্রকার প্রগতির প্রতি এক নেতিবাচক মনোভাব, কারণ প্রগতির বস্তুনিষ্ঠ শক্তির প্রকাশ ঘটে মানুষের মন্ময় চিত্তে। এই তত্ত্ব নিয়ে শোপেনহাওয়ার ঠিক সেই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন যে ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিন্দুদর্শন যে-দর্শন আত্মার সত্যিকার জ্ঞানের ঝরণাধারার পথের প্রতিবন্ধক ঘোষণা করে মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে।"

ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ রায় পুনরায় বলেন :

"It is a philosophy which bears a striking resemblance to the Indian spiritualism of the Vedanta school as well as of the dualist system which visualises the world as the Leela of the almighty.'

অর্থাৎ এটা একটা দর্শন যার সাথে বেদান্তদর্শনের যেমন আশ্চর্য মিল রয়েছে তেমনি মিল রয়েছে দ্বৈতব্যবস্থার যা বিশ্বকে চরম সত্তার লীলা হিসাবে কল্পনা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিকরা পাশ্চাত্য জড়বাদে

www.pathagar.com

বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রাচ্যের বাস্তববিমুখ হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের অসাম্যমূলক আর্যদর্শন তাদের সাম্রাজ্যবাদও জাতীয় অহংমূলক জাতীয়তাবাদের জন্যও মূল্যবান বিবেচিত হয়। তাদের চিন্তার আনাড়ীপনা হিন্দুচিন্তার আনাড়ীপনায় আরও বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাদের রুচি ও আচরণ দুই-ই বিগড়ে যায়। তারা সুস্থ জীবনদর্শনের অভাবের ফলে সারা দুনিয়ায় বিভীষিকা সৃষ্টি করে। তারা হিন্দুদের ন্যায় একদিকে মানবতার উচ্চ আদর্শের কথা বলে আবার অন্যদিকে সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসী। বর্ণ-হিন্দুরা একদিকে নরকে নারায়ণ জ্ঞান করে আবার অন্যদিকে সেই নরকে অচ্ছুৎ জ্ঞান করে। তাদের বাড়ীতে কুকুরের প্রবেশাধিকার থাকলেও মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। কিছু মানুষকে তারা এত ঘৃণা করে যে তাদের স্পর্শও এড়িয়ে চলে। পাশ্চাত্যবাসীরাও এই ঘোড়ারোগে আক্রান্ত। একদিকে বর্ণবাদীরা নারীকে দেবী জ্ঞান করে আবার অন্যদিকে তাকে পণের জন্য অমানুষিকভাবে পুড়িয়েও মারে। পাশ্চাত্যের বর্ণবাদীরা এর থেকে ভিন্নতর নয়। তারা নারী স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদার নামে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার আবার তারাই নারীর ইজ্জত-আবরু জানোয়ারের মত লুটে বেড়ায়। নারীকে একই সঙ্গে দেবী ও দেবদাসী বানানোর দৃষ্টান্ত তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই দৃষ্ট হয়। একদিকে জীবন ও জগৎ কিছুই নয় বলে আস্ফালন আর অন্য দিকে সেই জগতকেই কামধেনুর মত দোহন ও শোষণ এই বৈপরীত্য তাদের উভয়েরই বৈশিষ্ট্য। একদিকে দুনিয়াকে অস্বীকার অন্যদিকে নগ্ন দুনিয়াপূজার লীলাখেলা উভয়ের মধ্যেই প্রকটভাবে বিদ্যমান। ফারাক শুধু এই যে একজন গুরু ও অন্যজন

www.pathagar.com

চেলা। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য গুরুমারা বিদ্যায় অনেক বেশী এগিয়ে যায়। তারা প্রাচ্য গুরুর আশীর্বাদ নিয়েই অগ্রসর হয়।

তাদের উভয়ের মধ্যেকার সৌসাদৃশ্যের কারণ মিঃ রায় যা দেখিয়েছেন আমার মতে তার মূলদেশে মিঃ রায় পৌঁছাতে পারেননি যদিও তিনি প্রায় মূলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছেন। আমার মতে তাদের চিন্তা ও কর্মের এই সৌসাদৃশ্যের কারণ শের্ক যার স্বরূপ মিঃ এম এন রায়ের অজানা ছিল। বর্তমান বেদ-বেদান্ত বাইবেল, গীতা, উপনিষদ প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের বাণী ছিলনা বরং এসব ছিল ঈশ্বরের বেনামীতে মানুষের দর্শন ও বাণী। এতে ঈশ্বরের বাণীর মিশ্রণ থাকতে পারে, প্রলেপ থাকতে পারে সেটা অন্য কথা। তাই তারা অহীর বা আল্লার বাণীর সুস্পষ্ট চিন্তা, সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে-মিষ্টিসিজিমের অস্পষ্টতার গোলকধাঁধায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ও জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতার শিকার হয়েছেন এবং আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে চরম বস্তুবাদের পূজা করে চরিত্রহারা হয়ে সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়েছেন। মিথ্যা আধ্যাত্মিকতা আর অজ্ঞতাসৃষ্ট দেবদেবী, কপটতা ভণ্ডামী আর ভ্রষ্টাচার থেকে বাঁচার জন্য মিঃ রায় মার্কসবাদী জড় দর্শনকেই আঁকড়ে ধরেছেন ও শেষপর্যন্ত তাতেও আস্থা হারিয়েছেন। সত্যের সন্ধান করতে করতেই তাঁর জীবন চলে গেল যেমন অনেকের জীবন চলে গেছে ও যাচ্ছে।

আসলে শের্ক হচ্ছে যুলুমে-আযীম অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের যুলুম। শের্কের উপর ভিত্তিশীল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ গুপ্তযুগে ফ্যাসী-বাদের রূপ ধারণ করে চরম যুলুমমূলক উপায়ে বৌদ্ধধর্মকে ভারত থেকে উৎখাত করে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এটাই জার্মাণ

www.pathagar.com

ও ইতালীতে নবরূপ ধারণ ক'রে চরম বিভীষিকার সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তা ভারতে আবার তার সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করছে। মিঃ রায় পূর্বাহ্নেই এ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আদর্শবাদের দিক থেকে ভারত ফ্যাসীবাদের নিকটতর। তাঁর ভাষায়,

"Ideologically, India is nearer to Fascism than realised by a few. The dogmatic spiritualism preached by many intellectual leader of modern India is the philosophy of Fascism.'

"একথা খুব স্বল্প লোকের অনুভবে এসেছে যে, ভারত আদর্শের দিক থেকে ফ্যাসীবাদের নিকটতর। অহংকারমূলক আধ্যাত্মিকতাবাদ যা বর্তমান ভারতের অনেক বুদ্ধিজীবী প্রচার করে থাকেন তা ফ্যাসীবাদী দর্শন মাত্র।"

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের ন্যায় সব ভারতীয় বুদ্ধিজীবীই এই ফ্যাসীবাদের কমবেশী সমর্থক ছিলেন ব'লে মিঃ রায় বলে গেছেন রায়ের ভাষায়,

'Neither Mahatma Gandhi nor Rabindranath Tagore can find any fault with this phiiosophy of Facsism.'

অর্থাৎ 'না মহাত্মা গান্ধী না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউই ফ্যাসীবাদের এই দর্শনের মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেননি।'

তিনি দেখিয়েছেন যে শোপেনহাওয়ার ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত আর নীৎসে শোপেনহাওয়ারের দ্বারা প্রভাবিত আর গান্ধীবাদ নীৎসের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বলেছেন :

"If Gandhism is to be regarded as a body of religio-

www.pathagar.com

ethical doctrines—the quintessence of ancient Indian culture, then the world has already experienced its modern political expression. Gandhism as a philosophical tradition has led to Hitlerism- Let the Indian nationalists take note of this fact. The logic of history cannot be any less binding in Indian than in Germany."

"যদি গান্ধীবাদকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মনির্যাসের দৈহিক রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দুনিয়া ইতিমধ্যেই এর আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেছে। গান্ধীবাদ দার্শনিক ঐতিহ্য হিসাবে হিটলারবাদের জন্ম দিয়েছে। এই বাস্তব ঘটনাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উচিত লিখে রাখা। ইতিহাসের যুক্তিধারা ভারতের ক্ষেত্রে জার্মানীর থেকে কম বাধ্যতামূলক হতে পারেনা।" এজন্যই মিঃ রায় গান্ধীবাদকে ভারতের অজ্ঞতা, ভীরুতা, কালিমা অর্থাৎ যা কিছু অপকৃষ্ট ও নিন্দনীয় তার সমাহার মনে করতেন। আজ মিঃ রায়ের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গান্ধীজীর রামরাজ্য, রামজন্মভূমির মাধ্যমে দানবীয় রূপ ধারণ করেছে।

তাছাড়া আমরা এটাও জানি গান্ধীজী গীতার ভক্ত ছিলেন। মিঃ রায় লিখেছেন,

"In Gita, the God also announced that all earthly powers are manifestations of his power. Not only are the priestly privileges of the Brahman exercised on divine authority, not only did kings and emperors in the past rule as incarnations of God; but even to-day the parasitic land-lords claim lo be "the natural leaders" of the present masses whom they exploit; and native prince wield autocratic power with the

www.pathagar.com

convenience orthodox nationalist who claime representative Government in the British provinces. "

"অর্থাৎ গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, সব জাগতিক শক্তিই তার প্রকাশ। শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের বলে ব্রাহ্মণদের শুধু পৌরহিত্যবাদের ধর্মীয় সুবিধাই নয় কিংবা রাজাবাদশাদের ঈশ্বরের অবতাররূপে অতীত শাসনই নয় এমন কি আজো পরজীবী জমিদাররা নিজেদের বর্তমান জনগণের "স্বাভাবিক নেতা" হিসাবে দাবী করে তাদের তারাই শোষণ করে এবং দেশীয় রাজারাও গোঁড়া জাতীয়তাবাদের সাথে যোগসাজসে স্বৈরাচারী ক্ষমতার মদমত্ততায় বৃটিশ প্রদেশসমূহে প্রতিনিধিমূলক সরকারেরর দাবীতে সোচ্চার।"

স্পষ্টতই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হিন্দু ফ্যাসীবাদীদের ক্ষমতা-লাভের আন্দোলন ছিল, সকল ভারতবাসীর সম সুযোগ ও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিলনা। এরা ক্ষমতা পেলে কি হবে তাও মিঃ রায় বলে গেছেন :

'But since western spritualism is no different from the Indian brand, this also would show equally ugly teeth, if its protagonists ever come to power."

অর্থাৎ "যেহেতু পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতাবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ একই চিজ তাই এটাও সমানভাবে দন্ত ব্যাদন করবে যদি এর প্রবক্তারা কখনও ক্ষমতায় আসে।" রায়ের এই ভবিষ্যৎ বাণীও ফলে গেছে। হিন্দুরাষ্ট্রের নামে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের ধ্বজা-ধারীরা এসেই গেছে। তারা এক কঠিন জিঘাংসা নিয়ে সকলকে

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ্যবাদের সেবাদাস বানাবার জন্য পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে চলেছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি স্বামী চিন্ময়ানন্দ গীতার উক্তি উদ্ধৃত করে ভাগলপুরে মুসলিম নিধন যজ্ঞকে সমর্থন করে নিঃ রায়ের ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। (দ্রষ্টব্য ১৪।১১।৮৯ টেলিগ্রাফ)

বেদান্তদর্শন ও তার প্রচারক বিবেকানন্দকেও তিনি উনমার্গগামী নীৎসের শিষ্য মনে করতেন,

"The spritual guide of the modern Indian intellectual, Vivekananda echoed Nietzschle when he vaingloriously declared If I drink wine, I do not let the wine drink me. He may not have learned from cynical philospher of European reaction."

অর্থাৎ "আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আধ্যাত্মিক গুরু বিবেকানন্দ নীৎসেরই প্রতিধ্বনি করেন যখন তিনি বৃথাগর্বসহকারে ঘোষণা করেন : যদি আমি মদ পানও করি তাহলেও মদকে আমি আমাকে গ্রাস করতে দেব না' ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া নিন্দুক দার্শনিকদের থেকে তিনি হয়তো কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেননি।"

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এঁদের সর্বগ্রাসী ফ্যাসীবাদী চিন্তার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। নেহেরু-প্যাটেলের সময় যা তরল ছিল এখন আর, এস, এস-ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে তা সাইক্লোনের ঘণীভূত রূপ ধারণ করেছে।

'পজিটিভ সেকুলারিজম'

হিন্দু ফ্যাসীবাদী সংস্থা আর, এস, এস-এর রাজনৈতিক ফ্রন্ট বি, জে,পি পজিটিভ সেকুলারিজম বা ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার আওয়াজ তুলেছে। এটা কোন অভিনব বা নতুন আওয়াজ নয়। নাৎসীরাও

www.pathagar.com

খৃষ্টান মূল্যবোধকে তাদের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ভেবে এই বাধাকে অপসারিত করার জন্য 'পজিটিভ খ্রীশ্চানিটি'র আওয়াজ তুলেছিল।

'Under the sign of the swastika' প্রবন্ধে এম,এন,রায় লিখেছেন 'He rejects traditional christian virtues and opposes them with what he calls 'positive christianity'. This new faiih is so very antagonistic to the teachings of christ that it drove the orthodox dignitaries of the Evangelical church to issue a Manifesto protesting against this vulgarisation of christianity. The historical documents concludes :—Even a great cause, if it places itself in opposition to the revealed will of God, must finally bring people to ruin. Hitler is invested with the dignity of the National priest, and even of the mediator between God and the people.'

"তিনি ঐতিহ্যবাহী খৃষ্টান ধর্মীয় গুণাবলীকে নেতিবাচক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি সে সবের বিরোধিতা করেন "পজিটিভ খৃশ্চানিটি'র দোহাই দিয়ে। এই নবধর্ম খৃষ্টের শিক্ষার এত বিরোধী ছিল এটা ইনভেনজেলিক্যাল খৃষ্টান চার্চের কর্তাব্যক্তিদের খ্রীষ্টান ধর্মের এই বিকৃতির প্রতিবাদ করে ফতোয়া জারী করতে হয়েছিল""। এই ঐতিহাসিক দলীলের উপসংহারে বলা হয়, 'এমনকি মহান ব্যাপারও যদি ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলেও তা শেষ পর্যন্ত জাতিকে ধ্বংস করবে। হিটলারকে জাতীয় পুরোহিতের মর্যাদা দেওয়া হয়, এমনকি তাকে ঈশ্বর ও জনগণের মধ্যেকার সংযোগকারীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়।"

"German christianity'-র প্রবক্তা Alfred Roseberg-র 'The Myth of the Twentith Century'.

www.pathagar.com

ইতিবাচক খ্রীষ্টানধর্ম যেমন প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্মের মৃত্যু ঘণ্টার সামিল ছিল ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতাও তেমনি ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু-ঘণ্টার সামিল। বিজেপির জনক জনসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি বলরাজ মাধোক Indianisation-এর কথা বলেছিলেন। এর অর্থ ছিল ভারতে থাকতে হলে মুসলমানদের ভারতীয় সংস্কৃতির নামে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। এই ভারতীয়করণ বা আর্যকরণতত্ত্বকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছে "ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার" নামে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভারতের সকল বৈচিত্র্য খতম করে কেবলমাত্র ফ্যাসীবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাই বি জে পি-র নির্বাচনী ইস্তাহারে বহু ধর্মের দেশ ভারতে একই সিভিল কোডের কথা বলা হয়েছে। কাশ্মীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হরণ করবার জন্য সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করতে চাওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে সারা ভারতে গোহত্যা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার হরণ করার পর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলাটাই এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতবাসীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বানানো হয়েছিল (যদিও কার্যত তা দেওয়া হয়নি) শাসকগোষ্ঠীর রদ-বদলের ফলে যাতে আর্যপুত্রদের কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন না হয়ে পড়ে সেজন্যই এই ফ্যাসীবাদী প্রয়াস।

ইভেনজেলিক্যালচার্চ ইতিবাচক খ্রীষ্টানধর্মের নামে খ্রীষ্টানধর্মের বারোটা বাজানোর এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তখন

www.pathagar.com

যখন ফ্যাসীবাদী হিটলার ক্ষমতাসীন কিন্তু ভারতীয় হিটলার এখনও ক্ষমতাসীন হয়নি, ক্ষমতাসীন হতে চলেছে মাত্র কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর সবলকণ্ঠ প্রতিবাদ কোথাও ধ্বনিত হচ্ছেনা বরং একে বাধা দেবার নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যাদের সবচেয়ে বেশী ছিল তারাই এর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

রোসেনবার্গ মনে করতেন যে, ইউরোপীয় নবজাগরণ ইউরোপের অধোগতির কারণ। এই নবজাগরণের ফলে ইউরোপে উদারনৈতিক মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতির জন্ম হয়েছে। তার মতে এটা ইউরোপের অধোগতি। ভারতীয় নাৎসীরা মনে করে ভারতীয় সংবিধানের উদার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থান, সহনশীলতার আদর্শ তার অধঃপতনের কারণ। এটাকে তারা মুসলিম-তোষণ, সংখ্যালঘুতোষণ আখ্যা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের ন্যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমার্থক বলে মনে করে। তারা খোদাকে, খোদায়ী বিধিবিধান, ন্যায়, সত্য, মানবতা সবকিছুকে জলাঞ্জলী দিয়ে হিন্দুস্বার্থকেই একমাত্র দেবতা বানিয়েছে। নাৎসী জার্মানরা এমনটাই করেছিল। মিঃ রায় নাৎসী পুরোহিতদের বাণী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, 'Every living religion must be inspired by the national spirit, nations are the thoughts of God'.

অর্থাৎ "প্রত্যেক চলমান ধর্মকে অবশ্যই জাতীয় জোশে অনুপ্রাণিত হতে হবে, জাতি তো খোদার ইচ্ছার প্রকাশ।"

জার্মানরা নিজেদের ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি বলে মনে করতো, এদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীরাও নিজেদের তাই মনে করে। ন্যাৎসী জার্মানদের ন্যায়

www.pathagar.com

তারাও কোন ন্যায় সত্য মানতে রাজী নয় কিন্তু পৌরাণিক কল্পকাহিনী ও দেবদেবীর তারা একনিষ্ঠ সেবক। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হচ্ছে তা সকলেরই জানা। টিভিতে রামায়ণ, রামমন্দির নির্মাণ এর কোনটারই পিছনে ন্যায়, সত্য অথবা যুক্তি নেই, আছে কুসংস্কার ও পাশবিক শক্তির আস্ফালন। একদিকে এই মাইথোলজী বা মিথ্যাতত্ত্বের কাল্পনিক নায়ক আর অন্যদিকে নাথুরাম গডসের ন্যায় দুষ্ট প্রতিভারা তাদের আদর্শ। নাৎসী জার্মানদের অনুরূপ চিন্তাই ছিল। মিঃ রায় লিখেছেন :

The resurrected should worship mythological heroes like Odin and Siegfied, barbarian congress like Attila and Theodoric, fewdal monarchs like Frederic the great, Russian militarist like Bismark, the new Avatar Hitler being the Zeus of this picturesque pantheon.

একাবারে জার্মান নাৎসীদের কার্বনকপিরূপে হিন্দু নাৎসীরা আত্মপ্রকাশ করছে। উভয়ের প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে স্বস্তিকা। এটা সূর্য দেবতার প্রতীক। বুঝতে অসুবিধা নেই শেষেরই হচ্ছে উভয় নাৎসীবাদের মূল। অহীর পরিবর্তে পৌরাণিক গল্প, নবীর পরিবর্তে কাল্পনিক পৌরাণিক চরিত্র, ন্যায়ের পরিবর্তে জেদ. যুক্তির পরিবর্তে সেন্টিমেন্ট, সত্যের পরিবর্তে পাশবিক শক্তি তাদের মূলধন। নাৎসী জার্মানীদের মতই রয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা। তারা মেকং থেকে মিশর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ দখল করতে চায়।

এই জঙ্গী হিন্দুত্বের উৎস রয়েছে ভারতের অতীত ইতিহাসের মধ্যে। মিঃ রায় লিখেছেন : 'Just so was the spiritualism of Indian culture the product of unsurmownted social crises in the past.

www.pathagar.com

It is a chronic disease which for ages has eaten into the vitals of India's social organism having been cause of the prolonged slavery of our people. Fascism is the monstrous manifestation of a philoosophy which is cherished by the Indian intelleetuals even today.....It is utterly antagonistic to the forces of progress'.

অর্থাৎ ভারতের সংস্কৃতি ও তা থেকে জাত আধ্যাত্মিকতাও ছিল ঐ একই রকমের। অতীতের জমে থাকা নানান সামাজিক সমস্যা থেকে এর জন্ম। এটা ছিল পুরনো জটিল রোগ যা ভারতীয় সমাজ-সত্তার প্রাণসত্তাকে যুগ যুগ ধরে কুরে কুরে খেয়েছে। পরিণতিতে তা আমাদের জাতির দীর্ঘ গোলামীর কারণ হয়েছে। ···ফ্যাসীবাদ হচ্ছে এক প্রকার জীবনদর্শনের দানবীয় প্রকাশ যা আজও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা লালন করে চলেছেন। ···এটা সম্পূর্ণরূপে প্রগতিমূলক শক্তির বিরোধী।"

ভারতের অতীত ইতিহাসের অনতিক্রমনীয় এই সামজিক যন্ত্রণাটা তাহলে কি? এই পুরানো ও জটিল রোগটাই বা আসলে কি? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ভারতের আর্যদর্শনের প্রবক্তা-দের কাছে কোন অবিকৃত ঐশীগ্রন্থ কিংবা তার বাস্তবায়নকারী বা ব্যাখ্যাতা কোন নবী ছিলনা বরং তারা দার্শনিকের আন্দাজ-অনুমান কল্পনার সীমিত অস্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মূলতঃ ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরের বাণীর নামে তারা মানুষের সংকীর্ণ বাণীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। না স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ছিল, না সৃষ্টি সম্পর্কে তারা সঠিক জ্ঞান রাখতেন। ফলে তারা ধোঁয়াটে চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন ও এটা করার জন্য তাদের অসাম্যের দর্শন খাড়া করতে হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্যবাদী শাসন জাতিকে শত সহস্র খণ্ডে

www.pathagar.com

বিভক্ত করেছিল। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজকাঠামোর মধ্যে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব ছিলনা। এটা ছিল এক স্থবির সমাজ। এজন্য পরাধীনতা ও গোলামী তার বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বর্ণভেদ, জাতিভেদ ভারতের চিরকালের সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান না করে চিরদিন একে চেপে দিয়ে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা চলে এসেছে। পুণা চুক্তিতেও এই গোঁজামিল ছিল। দেশ স্বাধীন হলেও এ সমস্যার তাই সমাধান হলোনা। যারা জাতিভেদের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসলমান হয়ে গেল তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রোষানলে পড়লো। ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় মুসলমানদের একাবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিরিশের দশকে তারা যখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলো তখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যার যথার্থ সমাধান করা হ'লনা। আর্য পুত্রদের একাধিপত্য কায়েম করবার জন্য এবং এই সমস্যার সমাধান না করে মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য। ফলে ভারত বিভক্ত হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলেও ছত্রভঙ্গ মুসলমান সমাজ স্বাধীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে কোন চ্যালেঞ্জ ছিলনা। চ্যালেঞ্জ এল অচ্ছুতদের থেকে, ডঃ আম্বেদকরের কাছ থেকে। তিনি মারা গেলেন কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন মারা গেলনা বরং শক্তি সঞ্চয় করলো। ওদিকে শিখেরাও ব্রহ্মণ্যবাদীদের হাতে নাজেহাল হয়ে তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবীতে সোচ্চার হয়ে

www.pathagar.com

উঠলো। এদিকে অচ্ছুতরা মার্কসবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণের দিকে ঝুঁকলো। এসব সমস্যার সমাধান করতে হলে যে উদারতা ও মানবিকতা থাকা দরকার, যে সমতার নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন তা স্বৈরতন্ত্রী শাসক গোষ্ঠীর জীবনদর্শন ও মন-মেজাজে ছিলনা। তারা তাদের কায়েমী স্বার্থ পরিহার করতে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয় অধিকন্তু স্বাধীনতার যাকিছু সুফল তারা একাই ভোগ করতে চায়, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুযায়ী এটা সবার প্রাপ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন লেখাপড়া শিখছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। ভোটের প্রয়োজনে এইসব গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা রাজনৈতিক দলগুলোকে বলতে হচ্ছে। যদিও রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তৃত্ব বর্ণহিন্দুদের হাতেই রয়েছে কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাদের কার্যতঃ না হোক তত্ত্বগতভাবে এদের অধিকার স্বীকার করতে হয় এবং কখনও কখনও ছিটেফোঁটা দিতেও হয়। না দিলে এসব বঞ্চিতের দল গণতন্ত্রে নিজস্ব দল গড়ে তুলে আপন পাওনা আদায়ের জন্য দর কষাকষিতে নেমে পড়তে পারে। দীর্ঘকাল কোন সমাজ ও সম্প্রদায় নাবালক কিংবা পংগু থাকতে পারেনা। তাই বাকস্বাধীনতা, দল-গঠনের স্বাধীনতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্ররক্ষার স্বাধীনতা থাকলে একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থের বিপদ। তাই সকলের সম অধিকারের দাবী, আর্যদর্শন অনুযায়ী ছোটলোকদের সমান হওয়ার দাবী নস্যাৎ করার জন্যই তথাকথিত 'ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার ধাপ্পাবাজী খাড়া করা হয়েছে যাতে ভারতে আর্যপুত্ররা ছাড়া সকল গোষ্ঠীর বৈচিত্র, স্বাতন্ত্র স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও বিকাশ রোধ করা যায়, যাতে উন্নয়নের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে অপরাপর ভারতীয় জনতাকে বঞ্চিত করা

www.pathagar.com

যায়। এটা করার জন্যই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতার আখ্যা দিয়ে চরম দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে ও অন্যের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী ও বিদেশী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং আরও নির্মম জুলুম অত্যাচার চালাবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে কুক্ষিগত করার জন্য তারা নির্বাচনে নেমেছে। সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমনপীড়নের সাহায্যে দমিয়ে দেবার জন্যই হিটলারের ঝটিকাবাহিনীর ন্যায় বজরঙ্গবলী দল তৈরী করা হয়েছে। এসবই করা হচ্ছে হিন্দুত্বের নামে, দেশপ্রেমের নামে, ধর্মের নামে, জাতির নামে। যারাই এর বিরোধিতা করবে তাদেরই গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। ফ্যাসীবাদের স্বভাব প্রকৃতিই এই। কি সুন্দরভাবেই না মিঃ রায় ফ্যাসীবাদের এই চিত্র তুলে ধরেছেন :—

'any dissatisfication with it is irreligious, any desire to change is blasphemous and and any attempt to remake it is downright heresay, revolt aginst divine providence—and therefore must be suppressed by all means, in the name of religion and spiritual values, often religious fanatics behave immorally and commit violence in sincere pursuance of their superstious notions and faith. What is the use of having a faith or a philosophy, unless one is prepared to stand by it all cost ?"

অর্থাৎ এর প্রতি অসন্তোষ ধর্মহীনতা, এর পরিবর্তন আকাঙ্খা নিন্দনীয়, একে নতুন রূপ দেবার প্রচেষ্টা সরাসরি ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুতরাং যে কোন উপায়ে এসব দমন করতে হবে ধর্মের নামে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের নামে। প্রায়ই ধর্মান্ধরা তাদের কাজ-কারবারে নীতি নৈতিকতার ধার ধারেনা এবং তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাবিশ্বাসের আন্তরিক অনুসরণে লিপ্ত হয়। (তাদের

www.pathagar.com

মনোভাবটা হল) কোন দর্শন থেকে কি লাভ যদি আমরা যে কোন মূল্যে তার বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত না হই ?

যারা আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বি জে পি, শিবসেনার বক্তব্যের সাথে পরিচিত তারা উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার না ক'রে পারবেনা।

কিন্তু এসব ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের প্রাথমিক লক্ষ্য ইসলাম ও মুসলমান হলেও এর আসল লক্ষ্য গোটা মানবতা। ঘুঁটে হয়তো পুড়ছে কিন্তু গোবরের হাসার কোন কারণ নেই। এই ইতিবাচক ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতা দখল করতে পারলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০শে নভেম্বরের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে এদিকে ইঙ্গিত করেই নিম্ন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, "ভারতের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আজ যে কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে তাহা ইহাই, ভারত হইতে ধর্মনিরপেক্ষতা যেদিন লুপ্ত হইবে সেদিন ভারতে গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটিবে। যেমন প্রতিবেশী পাকিস্তানে ঘটিয়াছে, যেমন বাংলাদেশে ঘটিয়াছে। ধর্মীয় একনায়কত্ব যেমন সংখ্যালঘুদের বিপন্ন করিয়া ফেলে, তেমনই সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের লোককেও বিপন্ন করিয়া তোলে। যেমন পাকিস্তানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে ধর্মীয় সামরিক একনায়কত্ব চলিয়াছিল তাহাতে সব চাইতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই দেশের মুসলমান সম্প্রদায়। বাংলাদেশে ধর্মীয় সামরিক একনায়কত্ব শুধু সংখ্যালঘুদের অভিশাপের কারণ হইয়াছে তাহা নহে, সেই দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদা-য়েরও অভিশাপের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

www.pathagar.com

এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষতায় ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার নানা ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের সর্বধর্মের নাগরিকদের পক্ষে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রক্ষা-কবচ। ইহা বিনষ্ট হইলে সংখ্যালঘুরা যেমন বিপন্ন হইবেন, তেমনই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের জীবনেও একনায়কত্বের দমন পীড়নের অভিশাপ নামিয়া আসিবে। কাজেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে টিকাইয়া রাখাই নাগরিক ধর্ম।"

—:o:—

www.pathagar.com

ভারতের রাজনীতিতে গরু

বিজেপি-র তথাকথিত ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার তিনটি অঙ্গ। এই তিনটির একটি হচ্ছে সারা দেশে গোহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা। একাজ করার জন্য তারা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে চায় প্রশ্ন হলো তারা এ কাজ কেন করতে চায়? এর একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ জাগ্রত করা। ইসলামে গুরু কোরবানীর বিধান রয়েছে। মুসলমানরা গরু খায়। ব্রাহ্মণরা গরু খায় না। গরুর পূজা করে। এককালে তারা গরু খেতো কিন্তু অবৈধ স্বার্থ চরিতার্থ করার কারণে তারা তা খাওয়া পরিহার করে। সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর আম্বেদকর তাদের এই কলাকৌশলের উপর আলোকপাত করছেন এভাবে :

"মনুর কথাই ধরুন। তিনি পর্যন্ত গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। পক্ষান্তরে কিছু কিছু অনুষ্ঠানে তিনি বরং গোমাংস ভক্ষণকে বাধ্যতামূলক করে দেন। তাহলে অব্রাহ্মণরা গোমাংস ভক্ষণ পরিহার করলো কেন? বাহ্যত এর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ আছে। যে কারণটা আমি পেশ করতে চাই তা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের অনুসরণ করার জন্য অব্রাহ্মণদের গোমাংস পরিহার করার আকাঙ্খা। স্পষ্টতঃই অব্রাহ্মণরা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। গোমাংস ভক্ষক থেকে গোমাংস পরিহারক বনে যাওয়া এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ছিল। কিন্তু অব্রাহ্মণরা যদি একটা বিপ্লবী যুগ অতিক্রম করে থাকে তাহলে ব্রাহ্মণরা দু'টি বিপ্লবী যুগ অতিক্রম করেছিল। তারা গোমাংস ভক্ষণ পরিহার করেছিল এটা ছিল একটা বিপ্লব কিন্তু

www.pathagar.com

আমিষ পরিহার করে একদম নিরামিষাশী হয়ে যাওয়াটা ছিল আর এক বিপ্লব।

যজ্ঞের ছলনা

ব্রাহ্মণদের জন্য প্রতিদিনই গোমাংস ছিল অপরিহার্য। সুতরাং ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বাধিক গোখাদক। ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ ধর্মের নামে জাঁকজমকসহকারে নিরীহ পশুবধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গোমাংস ভক্ষণকে এক রহস্যের আবরণে ঢেকে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এসব করা হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম আম-জনতার মনমানসিকতার উপর এত গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে বৌদ্ধধর্মের মত-পথ, আচার-আচরণকে চরমতম রূপে রপ্ত করা ছাড়া ব্রাহ্মণদের পক্ষে বৌদ্ধধর্মের মোকাবেলা করা অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে তাদের পজিশনকে মজবুত করার জন্য উপাসনা আরাধনা হিসাবে যাগযজ্ঞ ও গোবধ পরিহার করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলনা।

ব্রাহ্মণদের গোমাংস পরিহারের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের অর্জিত প্রাধান্য ছিনিয়ে নেওয়া। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো ব্রাহ্মণদের নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া। কেন ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী বনে গিয়েছিল। এর জবাব হচ্ছে বৌদ্ধ পুনর্জাগরণের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ব্রাহ্মণদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

রণকৌশল

এ সবই প্রমাণ করে ব্রাহ্মণরা বংশ পরম্পরায় গোমাংস ভক্ষণ করে এসেছে। কেন তারা তাহলে গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দিল?

www.pathagar.com

কেনই বা তারা চরমপন্থা অবলম্বন করে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে একাবারে নিরামিষাশী হয়ে গেল ? এটা একই ভাঁজে দুটো বিপ্লব।

আমার মতে গোমাংস ভক্ষণ পরিহার করে গোপূজক হয়ে যাওয়াটা ছিল ব্রাহ্মণদের এক রণকৌশল। গোপূজার সূত্র খুজতে হবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত এবং বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গৃহীত পন্থার মধ্যে। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাত ভারতীয় ইতিহাসের সংকটময় ঘটনা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্ররা এই সংঘাতের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে।

তারা জানতো ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল। এই সমস্ত ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের ৪০০ বছরের বিস্তৃতি ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির উপর যেসব অনপনেয় প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই মনে হয়।

আপোষ

লক্ষ্য অর্জনে ব্রাহ্মণদের বেপরোয়া দুঃসাহসিকের মত যথাকৌশল অবলম্বন করিতে হয়েছিল। উগ্রতাকে তারা উগ্রতা দিয়েই বেদখল করতে চেয়েছিল। বামপন্থীদের প্রতিহত করতে সব দক্ষিণপন্থীদেরই এটা রণকৌশল। বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে তাদের আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে নিরামিষাশী হতে হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন একজন হিন্দু রাজা কিভাবে মনুর আইনের বিরুদ্ধে গোহত্যা বন্ধের আইন প্রণয়ন করলো ? এর জবাব হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণদের বৈদিক

www.pathagar.com

ধর্মের বিধানকে মুলতবী অথবা রদ করতে হয়েছিল।

যদি এই বিশ্লেষণ সঠিক হয় তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, গোপূজা ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাতের ফল। হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য এটা ছিল ব্রাহ্মণদের অবলম্বিত কলাকৌশল।"

উপরোক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণরা জাতিগত স্বার্থে মনুর বিধানকে উল্টে দিয়েছে। এটা এক বিরাট ডিগবাজী। দেশ স্বাধীন হবার পর তারা হিন্দু কোডবিল পাশ করে মনুর বিধানকে স্ব-স্বার্থে আবার বিকৃত করেছে। এটাকেই কমন সিভিলকোডের নামে মুসলমান তথা সারা দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে তারা খোদার বিধানকেও নস্যাৎ করার তালে আছে। ইসলামী শরীয়তকে টেক্কা দেবার জন্য তারা চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দিয়েছে, মনুর বিধানে কিছুই দেওয়া হয়নি কিন্তু নয়া আইনে হিন্দু নারীকে পুরুষের সমান সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে। এ একাবারে গোখাদক থেকে গোপূজক নিরামিষাশী হয়ে যাবার ব্যাপার আর কি! এটা মধ্যম পন্থার বিপরীত চরম পন্থা। এটা ভ্রষ্ট মানসিকতার বৈশিষ্ট্য।

অহিন্দু বৌদ্ধ, শিখ, অচ্ছুতদের হিন্দুদের মধ্যে ধ'রে রাখার জন্য মনুর বিধান পাল্টে সামাজিক ব্রাহ্মণ আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের হিন্দু কোড পাশ করতে হয়েছিল। জাগতিক স্বার্থেই এসব করতে হয়েছিল।

ভারতের বণিইসরাইল মুসলিম রাজা বাদশারাও এমনতর কাজ করেছিল। মোগলদের পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের জন্যই আকবরকে 'দ্বীন ইলাহীর' গ্যাঁড়াকল তৈরী করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের নিকট মোগল-

www.pathagar.com

বাদশাহীকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যই গরু কোরবাণী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

পাকিস্তানের উপর নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ভারতকে সেকুলার রাষ্ট্র বানানো হয়েছিল। আর একটা কারণ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে নেহেরু বংশের শাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। তাছাড়া বিরাট অব্রাহ্মণ দলিত, উপজাতিদের কাছেও ব্রাহ্মণ্যপ্রধান শাসনকে জনপ্রিয় করার প্রয়োজন ছিল। এজন্য ধর্মীয় বিধানকে অগ্রাহ্য করে অচ্ছুতদের সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হয়েছিল। বৈদিক ধর্মের বিধানকে এভাবে মুলতুবী অথবা রদ করতে হয়েছিল। এ ছিল দু' হাজার বছর পরে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করার জন্য অবলম্বিত কলাকৌশল।

কিন্তু এসব কলাকৌশল কোন কাজে আসেনি। কংগ্রেসী ব্রাহ্মণরা তাদের এই ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। ৭ই ডিসেম্বরের টেলিগ্রাফে বলা হয়েছে :

The old congreess ideology of secularism and socialism has been exhausted, said a senior leader and former cabinet minister.

'কংগ্রেসের পুরোনো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ তার কার্যকারিতা হারিয়েছে, বলেছেন একজন প্রবীণ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।'

সকল গোষ্ঠীকে সমানাধিকার দিয়ে সকলের আশা-আকঙ্খা পূরণ না করার কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে চামচে সৃষ্টি করে যে শাসন-কাঠামো তৈরী করা হয়েছে জনগণ তাতে আস্থা হারিয়েছে। দেশের নতুন শাসন কাঠামোকে আরও উদার না করে উপায় নেই।

www.pathagar.com

দলিত ভারতের রুদ্র জাগরণে ভীত ব্রাহ্মণ্যবাদ তার নগ্ন রূপে বিজেপি-র মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটাকে রুখে দেওয়ার জন্য মুসলিম বিদ্বেষকে মূলধন করে বিজেপি রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে চায় কারণ দলিতরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও ঐতিহাসিক কারণে দলিতদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন। বিজেপি জানে মুসলমানদের হজম করা যাবেনা তাদের উচ্চতর ইসলামী জীবনবোধ ও ইসলামী শরীয়তের জন্যই। তাই তারা মুসলমানদের ইসলামী জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকেই খতম করতে চায়। মুসলমানদের খতম করতে পারলে দলিলতদের দুদিনেই দমন করা যাবে ব'লে তারা মনে করে। এজন্যে তারা নিরামিষাশী থেকে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠেছে। এটা দলিত ব্রাহ্মণ বিরোধের ফল। দলিতদের দলে টানার জন্য দুঃসাহসিক কৌশল। কংগ্রেসী ব্রাহ্মণদের ব্যর্থতার পর আসল ব্রাহ্মণরা, গো-ব্রাহ্মণের পূজকরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। গরুর রাজনীতির আসল রহস্য এখানে। এটাকে তারা তাদের ঐক্যের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করে কারণ এই নেতিবাচক পন্থা ছাড়া তাদের মধ্যে ঐক্য-সংহতির কোন ইতিবাচক পন্থা নেই। এখন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আবার তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

এদিকে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোমাংস রপ্তানিকারক দেশ। গোবলয়ে গরুজবাই বন্ধের জন্য দেশের ৫০০০ কোটি টাকা বার্ষিক লোকসান হয় বলে ভারতের বৈজ্ঞানিকরা কয়েক বছর আগে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এটাও বেশ কয়েক বছরের আগের হিসাব। এখন দেখা যাক বিজ্ঞান ও কুসংস্কার, সত্য ও শঠতা কোনটার জয় হয়।

—:০:—

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক ভাষানীতি

আর্যরা ভারতে এসেছিল এক যাযাবর জাতি হিসাবে। তারা এদেশের অনার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে। তাদের সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাদের মানবেতর দাসের জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করে। দেশীয় জনসাধারণ আত্মোন্নতির সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মিঃ শেঠী লিখেছেন, 'Brahminism had completly destroyed everything in the North অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ্যবাদ উত্তর ভারতের সব কিছুকেই ধ্বংস করেছে।'

আর্যরা অনার্যদের তাদের দেবভাষা সংস্কৃত লিখতে পড়তেও দেয়নি। 'এভাবেই Brahmins had destroyed all creative talent অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদ সব সৃজনীপ্রতিভাবেই ধ্বংস করেছে।'

বৌদ্ধরা সংস্কৃতের পরিবর্তে পালিভাষা গ্রহণ করে কিন্তু গুপ্ত-যুগে ভারত থেকে বৌদ্ধবিতাড়ন শুরু হলে পালির পতন হয়। বাংলায় বৌদ্ধ পালরাজাদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্যবাদী বল্লাল সেনরা ক্ষমতায় আসে। বৌদ্ধরা সারা ভারত থেকে কোণঠাসা হয়ে চট্রগ্রাম দিয়ে পালায়। তাই চট্রগ্রাম ছাড়া উপমহাদেশে কোথাও বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়না।

মুসলমান আমলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ব্রাহ্মণদের ছোবল থেকে ভারতের আপামর জনসাধারণ মুক্তি পায়। দেশীয় আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ শুরু হয়। ফারসী রাজদরবারের ভাষায় পরিণত হয়। দেশীয় জনসাধারণ আরবী-ফারসী হরফ গ্রহণ করে। এই অবস্থার

www.pathagar.com

বর্ণনা দিতে গিয়ে দলিত ভয়েস পত্রিকার সম্পাদক ভি,টি, রাজশেখর লিখেছেন, "এই পরিস্থিতিতে মুসলমানরাই ভারতীয় জনতাকে হরফ উপহার ও শিক্ষা দিয়েছিল যেহেতু জ্ঞানের প্রসার ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব। তাদের অপবিত্রতার মানসিক জটিলতা যেমন ছিলনা তেমনি তারা তাদের অক্ষরগুলোকেও দৈব ব্যাপার বলে মনে করতোনা। মুসলমানরা বিশ্বাস করতো নদীর প্রবাহিত পানির মতই ভাষা সকলের জন্যই যোগাযোগের মাধ্যম। যোগাযোগের মাধ্যম বঞ্চিত ভারতীয় জনতা মনপ্রাণ দিয়ে এই অক্ষর ও ভাষাকে গ্রহণ করেছিল, উপভোগ করেছিল এবং একে নদীর পানির মতই ৮০০ বছর ধরে ব্যবহার করেছিল.....।"

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য বেনিয়ালবীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমেই ইংরেজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হয়। তারা রাজনৈতিক স্বার্থে আর্যদর্শন ও ভাষার পৃষ্ঠপোষক বনে যায়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্সকে একারণেই কোলকাতা হাইকোর্টের জজ করে পাঠান হয়। তিনি ও ম্যাক্সমুলার এই দুই পাশ্চাত্য আর্যপন্ডিত ক্রমবিলীয়মান সংস্কৃত ভাষাকে পুনর্জীবিত করেন। ফরাসী পন্ডিত পলিকভ লিখেছেন ম্যাক্সমুলারের প্রভাবে ইংরেজরা তাদের আর্যভাই হিসাবে ব্রাহ্মাণদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাদের প্রশাসনের উচ্চপদগুলিতে বসিয়ে দেয়। এই যোগসাজসের ফলেই ফারসীকে রাজভাষার স্থান থেকে বেদখল করা হয়। এতে রাজা রামমোহন রায়েরও সমর্থন ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পাদরী ব্রাহ্মাণরা সম্মিলিতভাবে বাংলাভাষাকে আরবী ফারসী

www.pathagar.com

মুক্ত করার চেষ্টা করে ও এক সংস্কৃতানুগ বাংলাভাষার জন্ম দেয়। হেম মধু বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে এই বাংলাভাষা চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

ইংরেজ রাজত্ব বাংলাবিহার উড়িষ্যার সীমান্ত পেরিয়ে যতই দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই ভাষার উপর মুসলিম প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার আন্দোলনও এগিয়ে চলেছে। এ প্রসংগে রাজশেখর শেঠী লিখেছেন, "১৮৩২ সাল পর্যন্ত ফারসী ছিল ভারতের অফিস আদালতের ভাষা। ১৮৩২ সালে ফারসীর পরিবর্ত উর্দু সমস্ত উত্তরভারতের ভাষা হিসাবে চালু হয়। যখন শিক্ষা সরকারী তৎপরতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো তখন সমস্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদেরই উর্দু শেখানো হতে লাগলো। আলীগড় আন্দোলনের জনক স্যার সৈয়দ আহমদ উপলব্ধি করেন যে, ভাবী গণতন্ত্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উর্দু গদ্যের সমৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন প্রয়োজন এবং তিনি তাঁর জ্ঞানীগুণী বন্ধুদের সহায়তায় উর্দু গদ্যের নতুন ষ্টাইলের পত্তন করেন। এই কারণে উর্দু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলেও এর লেখা ও বক্তৃতার ষ্টাইল ভারত, পাকিস্তান, ইংলণ্ড, কানাডা ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে এক। এভাবে ষ্টাণ্ডার্ড ইংরেজীর মত সব স্থানের জন্য এক ষ্টাণ্ডার্ড ভাষার উন্নয়ন করা হয়েছিল।

ভাষাটিকে শুধু উর্দু নামেই অভিহিত করা হোত না, একে হিন্দী, হিন্দবী এবং হিন্দুস্থানীও বলা হতো। অনেক প্রাচীন উর্দু বই, অনুবাদ এমনকি কোরানের ভূমিকাও হিন্দী, হিন্দবী ও হিন্দুস্থানীতে লেখা হতো।

www.pathagar.com

মীর্জা গালিবের একটা বইয়ের নাম ছিল কুদই হিন্দী অর্থাৎ হিন্দীর দিকে প্রত্যাবর্তন কারণ এটা উর্দুতে লিখিত হয়েছিল, যখন তার লেখা ছিল ফারসীতে। এখানে হিন্দী ব্যবহার হয়েছে উর্দুকে বোঝাবার জন্য যেহেতু উর্দু ছিল ফারসীর নিকটস্থ ভাষা। ঐ একই ভাষাকে সৈন্যরা বলতো উর্দু। উর্দু হচ্ছে তুর্কী ভাষা যার মানে হচ্ছে শিবির। লেখকেরা একে ফারসীর নিকটবর্তী ভাষা হিসাবে হিন্দী বলতো আরো জনসাধারণ একে বলতো হিন্দুস্থানী এবং ,বিদেশী তুর্কী পার্শী, আরবী ও ইউরোপীয়ানরা একে বলতো হিন্দবী যার অর্থ হিন্দ বা ভারতীয়।

ব্রাহ্মণদের খেলা

ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি যে অনৈক্য ও বিভেদে বিশ্বাসী তার প্রমাণ হলো তারা ভারতীয়দের জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত করেছে। এই শক্তিই হিন্দী শব্দ ব্যবহার করে যার অর্থ এটা হিন্দুদের এবং এই ভাষা দেবনাগরী হরফে লেখার জন্য তারা দেবনাগরী প্রচার সভার পত্তন করে মুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্থ ও উর্দুকে অর্থাৎ আরবী হরফকে বদনামী করার জন্য। অবশিষ্ট ভারতীয়দের থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করতে এই প্রয়াস চালান হয়, তারা ভারতীয়দের হিন্দু বলতে শুরু করে। সমস্ত অমুসলমান, অখৃষ্টান, অ-ইহুদীদের প্রতারিত করার মানসে জনতাকে হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত করা হয়।

তারা জানতো মুসলমানদের বোকা বানানো অসম্ভব কারণ ব্রাহ্মণরা যদি গীতার চর্চা করে তাহলে মুসলমানরা কোরানের চর্চা করবে। বেদের বিপরীতে মুসলমানদের হাদীস আসবে, আয়ুর্বেদের

www.pathagar.com

বদলে আসবে হেকিমী, বাল্মিকীর পরিবর্তে ফেরদৌসী, মহাভারতের পরিবর্তে আরব্য রজনী, চাণক্যশ্লোকের বদলে শেখ সাদী। ব্রাহ্মণদের সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিজস্ব তন্ত্রমন্ত্র আছে এবং মুসলিম তন্ত্রমন্ত্র তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতার দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং একারণে মুসলমানদের কখনই বোকা বানানো যাবে না।

তপশিলী জাতি/উপজাতি/অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর হিন্দুকরণ

বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী লবীর হিন্দী আন্দোলন মুসলমানদের সন্ত্রস্থ করে তুলবার জন্য ততটা নয় যতটা অহিন্দু তপশিলী জাতি/উপজাতি/অনুন্নত গোষ্ঠীদের হিন্দুকরণ করবার জন্য। এভাবে তারা আদিবাসী দেশীয় জনসাধারণকে গোলাম বানাতে চায়। মুসলমানদের গোলাম করা যাবে না তাদের প্রচণ্ড ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের কারণে। তারা যা করতে পারে তা হচ্ছে অহিন্দু তপশিলী জাতি/উপজাতি/অনুন্নত প্রভৃতি গোষ্ঠীর উপর সংস্কৃতায়িত হিন্দী চাপিয়ে দিতে, এভাবে একবার তাদের হিন্দীকে গ্রহণ করাতে পারলে তাদের হিন্দু বলা সহজ হবেঃ হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্তান। দেবনাগরী হরফে শিক্ষিত সংস্কৃতায়িত হিন্দী চালান দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এক ঢিলে দুটো পাখী মেরেছে। তারা অহিন্দুদের বিচ্ছিন্ন করেছে এবং এভাবে বিচ্ছিন্ন করে তারা তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতে চায়।

www.pathagar.com

অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র মিলেছে হিন্দী-উর্দু বিতর্কের মধ্যে। একই ভাষা মুসলমানরা বললে উর্দু, হিন্দুরা বললে হিন্দী। সংবাদ-পত্র, প্রচারমাধ্যম, প্রশাসন, আদমসুমারী, রাজনৈতিক মঞ্চ এই ভেদনীতির তত্ত্ব প্রচার করতে ব্যবহার করা হয়। এর ফল উর্দু মুসলিম, হিন্দী হিন্দু হয়েছে। দেবনাগরী হরফে হিন্দী হিন্দু অথবা ভারতীয়দের ভাষা হিসাবে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জালিয়াতী।

দেবনাগরীপ্রীতি

কলম দিয়ে আড়াআড়িভাবে লেখার জন্য মৃত দেবনাগরী হরফকে নির্বাচিত করা হয়নি বরং বাটালি দিয়ে নীচের দিকে খোদাই করার জন্যই এটা করা হয়েছিল।

এখানেও রয়েছে ব্রাহ্মণ্যসুলভ শয়তানী। এই দেবনাগরী হরফ নির্বাচিত করা হয়েছিল লেখাকে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক করার জন্য যাতে তফশিলী জাতি / উপজাতি / অনুন্নত জাতিসমূহকে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞানার্জনে অনুৎসাহিত করা যায়। এটা মনুর ধর্মশাস্ত্রের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল যার নির্দেশ হলো শূদ্রের লেখাপড়া শেখা নয় এবং যদি তারা বেদ পড়ে তাহলে তাদের জিভ কেটে দিতে হবে এবং এমনকি যদি তারা ঘটনাচক্রে বেদ শুনে ফেলে তাহলে তাদের কানে সীসে গরম করে ঢেলে দিতে হবে।

বাঁদরমুখো

বিংশ শতাব্দী জনগণকে নিরক্ষর, অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ থাকার অনুমতি দেয়না। ইলেকট্রনিক যুগ সমাজের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে

www.pathagar.com

তাদের সংবাদ সরবরাহ করছে। এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্য তারা ভাষাটাকেই কঠিন করেছে যাতে সংবাদ পরিবেশনই কঠিন হয়ে পড়ে। দেবনাগরী অক্ষর ও সংস্কৃত শব্দ যা উচ্চারণ করতেই মুখ বাঁদরের মত হয়ে যায় তা আর্য হিন্দু নাৎসীদের ত্রাণকারীর ভূমিকা নিয়েছে।··· ···

যে সংস্কৃত ভাষাকে বাঁদরের মত মুখ করে অর্দ্ধস্বরযুক্ত শব্দোচ্চারণ করতে জনসাধারণ অপারগ সেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে আর্য/ব্রাহ্মণ্যলবী সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে বিকৃত করেছে। এটাই আর্যরা চাচ্ছিল। কিন্তু তারা উর্দুকে বিকৃত করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে তারা দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দকে নমনীয় করে উর্দুতে ঘরঅকে ঘর, শ্মশানকে শ্মশান, চন্দ্রকে চাঁদ, রাত্রিকে রাত, বলিবর্দকে বয়াল, লশতিকাকে লাঠি, দুগ্ধকে দুধ এবং আরও অন্যান্য শত শত শব্দকে এভাবে নমনীয় করেছে।

এভাবে সংস্কৃতায়নের পরিবর্তে, সংস্কৃত শব্দের উর্দুয়ায়ন করা হয়েছে। এই নমনীয় (সুরেলা) উর্দুয়ান্বিত শব্দ সর্বত্রই বর্ণহিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এজন্যই তারা উর্দুকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।··· ···

স্বাধীনতার পর ৪২ বছর ধরে দেবনাগরী অক্ষরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু সংস্কৃতভাষার খদ্দের জুটেনি। সহজলেখ্য সংক্ষিপ্ত, সুন্দর শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত উর্দুর পরিবর্তে সরকারী স্কুলে ছেলেদের এই অক্ষর রপ্ত করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু নাৎসীদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের ৮০% নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে

www.pathagar.com

উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। তথাকথিত হিন্দী ফিল্ম, টি, ভি প্রোগ্রাম (সরকারী পণ্ডিতদের প্রস্তুত সংবাদ ছাড়া), রেডিও ঘোষণা টি,ভির বিজ্ঞাপন সবই উর্দুতে। এমনকি মন্ত্রী, পণ্ডিত ও নেতাদের বক্তৃতাও উর্দু শুধু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উচ্চারণ ছাড়া।

মুলক্‌রাজ আনন্দের মন্তব্য

হিন্দী ফিল্মের উর্দু-হিন্দীর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মুলক্‌-রাজ আনন্দ লিখেছেন, "আমি হিন্দী বাণিজ্যিক সিনেমা সম্পর্কে দারুণভাবে লজ্জিত ও অসুখী। আমি হিন্দী সিনেমাকে ক্ষমা করবো হিন্দী নয়, উর্দুতে-হিন্দুস্তানিকে জনপ্রিয় করার জন্য তার অবদানের কারণে (Decan Herald, March, 6, 1981)...

সংগ্রামের ইতিহাস

হিন্দী হিন্দু জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ হিন্দু নাৎসী বা উচ্চবর্ণ-ওয়ালাদের প্রত্যক্ষ মসলা। প্রখ্যাত ভাষাবিদ, 'This Hindi and Devnagari' গ্রন্থে লিখেছেন, কেবল হিন্দী নাম নয়, এমনকি এই ভাষাটাই সম্পূর্ণভাবে তৈরী.....দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির এই চিন্তা সিপাহী বিদ্রোহের পরে জন্মলাভ করে। তার পূর্বে শাসক পরিবারসমূহের মধ্যে বিবাদ বাধানোই এর লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণকে রাজনীতির দাবার ঘুটিও মনে করা হতো না বরং সাধারণভাবে জনগণকেও গরুছাগলের মত মনে করা হতো। জনগণের মধ্যে বিভেদনীতির পত্তন হয় সিপাহী বিদ্রোহের পর হিন্দুদের তুলে ধরে ও মুসলমানদের উৎখাত করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অত্যন্ত চাতুর্য্যের সংগে কংগ্রেস আন্দোলনের জন্ম দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

কোনক্রমে এটা তার তীরকে ছাপিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা পক্ষসঞ্চালন করতে শুরু করে। যেহেতু হিন্দুরা এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল তাই মুসলমানদের এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। চিরন্তন বিভেদের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি হিন্দী নামের এই জীবটিকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্তে হিন্দু জাতীয় আন্দোলনের এক টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনকি এখন (১৯৩৫) কংগ্রেসের কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মনের আনন্দে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে শুরু করেছে ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতি থেকে এর পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করতে।

…১৮৯০ সালের নাগরী প্রচারসমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল (উর্দু হরফের পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরকে জনপ্রিয় করার জন্য)। সরকারী স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতাও পরে পরেই এসে যায়। ১৯০০ সালে সরকার দেবনাগরী হরফে আদালতে দরখাস্তের অনুমতি দেন। ১৯০৫ সালে সভা হিন্দী ভাষার প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১০ সাল থেকে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয়, রুচিবোধকে বিসর্জন দিয়ে সর্বপ্রধান পাপীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই সমস্ত সম্মেলনে প্রতাপ নারায়ন মিশ্রের মত লোকদের গান গাওয়া হয়। সমস্ত সৎ হিন্দুদের হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্তান এই স্লোগান নিয়ে এক পতাকার তলে সমবেত হবার আহ্বান জানানো হয়। (This Hindi and Davanagari, pages 102, 103, Metropolitan Book Company Ltd,. Faiz Bazar, Delhi, 1957).

www.pathagar.com

মারওয়াড়ীদের প্রতি গান্ধী

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দীর মাধ্যমে যে হিন্দু জাতীয় আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল মারওয়াড়ীরা তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে যারা বিহারের হিন্দু জমিদারদের ক্রীতদাস দলিতদের রক্তশোষণ করছিল হিন্দীপাঠশালার মাধ্যমে যার মধ্যে গোরক্ষা প্রোগামও সামিল ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে এম, কে, গান্ধীর খেদমতও এত ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যে এমনকি গান্ধীকেও এক সময়ে স্বীকার করতে হয়, "আমি আমার সফরকালে দেখেছি যে গোরক্ষা ও হিন্দীপ্রচার মারওয়াড়ীদের একমাত্র ভাবনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। (My Experiments with Truth—Mr. M. K. Gandhi, P. 314, Navajeevan Publishing House, 1957). Why Godse killed Gandhi থেকে যোগ করতে হবে।

হিন্দী প্রচারের ভিত তৈরী করে ১৯২৭ সালে হিন্দুরা উত্তরপ্রদেশে উর্দু'র বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে। তারা সরকারী অফিসের নিকট নিজস্ব খরচায় হিন্দী লেখক নিয়োগ করে নিখরচায় উর্দু'র বদলে দেবনাগরী হরফে দরখাস্ত লেখার জন্য যা সাধারণতঃ বৃত্তিধারী উর্দু লেখকরা করতেন (মৌলানা মোহাম্মদ আলী কী ইয়াদ মেঁ—সৈয়দ সাবাউদ্দিন আবদুর রহমান—মাকতাবা মুয়ারিফ, আযমগড়, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা—২০১)।

উর্দু ধ্বংসের জন্য দেশভাগ

অবশেষে নাৎসীরা ভারত ভাগ করে সারা গোবলয়ে মুসলিম গণহত্যা শুরু করে এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে

www.pathagar.com

উর্দুকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থান অর্থাৎ পুরা গোবলয় থেকে উৎখাত করে যেখানে উর্দু সেদিন পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল। প্রেসিডেন্টের একমাত্র কাষ্টিং ভোটে তারা ভারতের সরকারী ভাষা হিসাবে দেবনাগরী হরফে হিন্দীও পেয়ে যায়।

সমস্ত দ্রাবিড় ভাষাপন্থী গোষ্ঠী এবং বাঙ্গালীরাও এর বিরোধিতা করে এবং এই বিরোধিতা এখনও অব্যাহত। এই অবৈধ আর্য সন্তানকে গ্রহণ করার থেকে তামিলনাড়ু ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু কেউ নাৎসীদের পরাস্ত করতে পারেনি।"

এই ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের সংস্কারান্ধতা এত প্রবল যে ১৯৮৯ সালে বিজেপির জাতীয় সম্মেলনে মঞ্চ থেকে তাদের নেতৃবৃন্দের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে উক্ত সভায় হট্টগোলের সৃষ্টি হয় ও জিন্দাবাদের পরিবর্তে 'অমর রহে' ধ্বনি দেওয়া হয়। বিহারের পর ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের মুখে উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদান করা হলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বাদাউনে দাঙ্গা বাধায় যদিও উর্দুকে স্বীকৃতি ঘোষণার বাস্তব মূল্য খুব বেশী নেই কেননা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত আমলারা এই ঘোষণাকে কার্যকরী করতে সর্বপ্রকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে কিন্তু তৎসত্ত্বেও উর্দুর গতিরোধ করা যাবেনা। যেমন রোধ করা যাবেনা বাংলা, তামিল প্রভৃতি অহিন্দী ভাষাসমূহের গতি। সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে All India Radio-র বদলে হিন্দী শব্দ প্রচলনের চেষ্টা করা হয় কিন্তু সংগে সংগে দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ তামিলনাড়ুতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। হিন্দী-

www.pathagar.com

ওয়ালারা ইংরেজী হঠালেও দক্ষিণ ভারত হিন্দী ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখার পক্ষপাতী। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' কথাটা সত্য হলে ইংরেজীকেও হঠানোর প্রশ্ন উঠতো না। ইংরেজী এখন ভারতীয় ভাষাই। ইংরেজী ভাষাতে সংবাদপত্রগুলোই সারা দেশে পঠিত হয় কিন্তু হিন্দী তো কেবল গোবলয়েই চলে। এই গোবলয়েও ইংরেজী ও উর্দু পত্র-পত্রিকাগুলো প্রবল প্রতাপে চালু রয়েছে। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাও ময়দানে বিদ্যমান। এখন সাঁওতালী, নেপালী, ঝাড়খণ্ডী, গোর্খালী প্রভৃতি ভাষাও স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার। এরা কেউ হিন্দীর গোলামী করতে রাজী নয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পর সমস্ত রাজ্যগুলোর অফিস আদালতের ভাষা ক্রমশঃ আঞ্চলিক ভাষাই হবে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটা জেলার নিম্ন-আদালতে বাংলা ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বাংলাভাষা চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী আবদুল কাইয়ুম মোল্লার নেতৃত্বে এক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল এই অভিজ্ঞতাকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য সম্প্রতি ঢাকা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে আইনের গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী লবীও বসে নেই তারা আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সংস্কৃতিকরণ শুরু করেছে। প্রচারমাধ্যমগুলোতে বসে তারা এই গোলামীকরণের তালিম দিচ্ছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। 'আবহাওয়া' শব্দটা খুবই সুপ্রচলিত, সবাই এটা বোঝে। সংবাদপত্রে ও লেখাতেও চালু আছে। তবুও কোলকাতার

www.pathagar.com

রেডিও সেণ্টার থেকে বলা হয় 'জলহাওয়া'র খবর। রিপোর্ট ও রিপোর্টার শব্দটি খুবই প্রচলিত কিন্তু একনজরে হিন্দীওয়ালাদের অনুগ্রহধন্য চামচে বুদ্ধিজীবীরাও সংস্কৃতি ঘেঁষা প্রতিবেদন, প্রতিবেদক শব্দ চালু করবার কসরৎ করছে। সহজ, নমনীয় সুপ্রচলিত জনপ্রিয় শব্দকে বাদ দিয়ে অপ্রচলিত, কষ্টকল্পিত সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দসমূহকে আমদানী করা হচ্ছে। সারা ভারতে যে ভাষায় কেউ কথা বলেনা যা কারো মাতৃভাষা নয় সেই মরা ভাষা সংস্কৃতকে জিন্দা করার জন্য রেডিওতে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষায় সরকারী খরচে সংবিধান পর্যন্ত অনুবাদ করা হয়েছে। এবার নবম লোকসভায় ব্রাহ্মণ্য লবী সংস্কৃত ভাষাকে পাদপ্রদীপে আনার জন্য সেই ভাষাতে শপথ গ্রহণ পর্যন্ত করেছে। ১৮ই ডিসেম্বরের হিন্দুস্থান টাইমে বলা হয়েছে, 'It was, however, not a spontaneous decision. At the BJP Parliamentary Party meeting this morning, leader Atal Behari Vajpayee is understood to have requested those members who could take oaths in Sanskrit with facility to do so. What was the reason why such a large number of members from the BJP took their oaths in Sanskrit.

This decision, again was the result of an appeal by a group of intellectuals in Bombay including Mrs. Roza Despande, Ex-M.P. and daughter of veteran Communist leader S. A. Dange, that newly elected members should take their oaths in Sanskrit according to Mr. Ramdas Naik, BJP member elected from North Bombay.

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃতে শপথ গ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার ছিলনা এটাকে চক্রান্তমূলকভাবে করা হয়েছে বিজেপি পার্লামেণ্টারী

www.pathagar.com

দলের সভায়। এর সাথে যোগ দিয়েছেন বোম্বের ব্রাহ্মণ কমিউনিষ্টরা যাতে ডাঙ্গের মেয়ে রোজা দেশপাণ্ডেও রয়েছেন। মিসেস পাণ্ডে সম্প্রতি এ তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে মার্কসবাদ বেদ থেকে জাত। তাহলে দেখা যাচ্ছে বেদকে এযুগে চালু করা যাবেনা বিধায় ব্রাহ্মণরা মার্কসবাদের মধ্যে অব্রাহ্মণদের ফাঁদে ফেলবার জন্য মার্কসবাদের মুখোস পরেছে। তাই বিজেপি ও সিপিআই ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠায় এক হয়ে গেলেন। বুঝতে অসুবিধা নেই ব্রাহ্মণ্যলবী শেষ পর্যন্ত কোথায় যেতে চায়। তারা এখন হিন্দী ভুলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাকে জিন্দা করতে চাইছে যাতে একে আগামী দিনের গো-ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করা যায়। এই সংস্কৃতওয়ালারা কোন এলাকার লোক? পত্রিকা বলছে, "Most of them were the BJP members elected from Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharastra, Uttar Pradesh and apart from Delhi and Rajasthan," অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই হিমাচল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও রাজস্থানের নির্বাচিত বিজেপি সদস্য।

একদিন এই অঞ্চলের লোকেরাই তো হিন্দুস্তানী বা উর্দুর বিরুদ্ধে হিন্দীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজ তারা হিন্দী থেকে সংস্কৃতে যাবার পথ প্রস্তুত করছে। এটাকে সফল করার জন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সংস্কৃতকরণ শুরু হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে এই কারণেই ব্রাহ্মণ্যলবী আঞ্চলিক ভাষাগুলোর স্বাভাবিক বিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। এজন্য তারা ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনেরও বিরোধী।

www.pathagar.com

উর্দু ও মুসলমানকে খতম করার পর তারা শিখ ও পাঞ্জাবীর প্রতি নজর দিয়েছিল। মাষ্টার তারা সিং গুরুমুখী হরফে লেখা পাঞ্জাবী ভাষাকে দেবনাগরীতে লিখতে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন এই শর্তে যে পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ্যলবী পাঞ্জাবীকে তাদের মাতৃভাষা হিসাবে আদমসুমারীতে নথিভুক্ত করবে। ফলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। আর্যসমাজীরা ও আর, এস, এস এতে রাজী হয়নি। তারা হিন্দীকে তাদের মাতৃভাষা হিসাবে নথিভুক্ত করে। ফলে ব্রাহ্মণ্য-লবীর সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয় বলে কেবল ভার্মা আফসোস করেছেন। উর্দুর ন্যায় পাঞ্জাবীকেও হিন্দীর উপ-ভাষায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি। এখানে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যলবীর ভাষানীতিকে প্রতিহত করার জন্য রাজশেখর এক মূল্যবান প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "দলিত ও শূদ্রদের মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে হবে।" তিনি মুসলমানদের কাছে আবেদন করেছেন যে তারা যেন একজন আর একজনকে উর্দু শেখায় এবং এদের মধ্যে গ্রাম-শহরের মুসলমান ও দলিত যেন থাকে যাতে দলিত এবং মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম গড়ে ওঠে কারণ একবিংশ শতাব্দী তাদের শতাব্দী —আম্বেদকর যুগ হবে।

এর পরেই কি পাঞ্জাব ?

"নাৎসীরা ইউপির শহুরে লোকেদের সাধারণ ভাষাকে সংস্কৃতা-য়িত করতে সক্ষম হলেও গ্রামগুলো এখনও সুরক্ষিত রয়েছে। দিল্লী যেখানে উর্দু ভাষার জন্ম হয়েছিল সেখানে এই ভাষাটির

www.pathagar.com

বিশুদ্ধতা সংস্কৃতকরণের দ্বারা নষ্ট করা হয়েছে। এখন ভাল উর্দু পাঞ্জাবেই চালু আছে কারণ পাঞ্জাবী উর্দুর বোনের মত। এ ভাষা উর্দুয়ায়িত ও পাঞ্জাবীকৃত আরবী ফারসীর কারণে সহজ ও সরল। পাঞ্জাবীকে ধ্বংসের জন্যই পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বিভক্ত করা হয়। শিখেরা নিজেদের এবং পাঞ্জাবী ভাষাকে রক্ষার জন্য ভালভাবেই সংগ্রাম করছে। তাদের উচিত যথাশীঘ্র পাঞ্জাবে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া এবং নাৎসীদের ভাষাকে প্রথমে পরাজিত করা। হরিয়ানার জাঠ, ঠাকুর ও রাজপুতরাও তা করতে পারে এবং নাৎসী বাচ্চাটাকে হরিয়ানা ছাড়া করার পিছনে লাগতে পারে।

উর্দু শুধু মুসলমানদের ভাষা নয়

আমরা আবার জোর দিয়ে বলতে চাই যে উর্দু শুধু মুসলমানের ভাষা নয়। এটা তথাকথিত সব হিন্দীওয়ালাদের ভাষা। এটা গো-বলয়ের দলিত মুসলমান, শূদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর কথাবার্তার ভাষা যেখানে এই সমস্ত লোকেরা হাটে-বাজারে, খেতে-খামারে ও কলে-কারখানায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে"।

ব্রাহ্মণ্যবাদীর ভাষানীতির সমালোচনা করে ভি, টি, লিখেছেন, "হিন্দুরা কোথা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে? এমনকি তাদের তিনটি প্রিয় 'হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্তানও' ফারসী শব্দ? হতভাগ্য অজ্ঞ জাতি! তাদের জন্য আমাদের করুণা হয়। ব্রাহ্মণদের অনেক গোত্রই আরবী-ফারসী শব্দের বাহক। আরবী শব্দ নহর থেকে নেহেরু গোত্র এসেছে। কানুনগো মির্ধা (গ্রামের মোড়ল), স্বর্ণবাট

www.pathagar.com

(ফৌজী প্রধান), কুলকার্নি (প্রধান পরিচালক), মজুমদার (আমীন) বক্সী, (উৎসর্গীকৃত প্রাণ) মালিক (প্রভু)। এ ধরনের শত শত প্রখ্যাত গোত্রের নামের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সর্বাধিক প্রখ্যাত হচ্ছে জহরলাল নেহেরুর মত নামজাদা মানুষের গোত্র নেহেরু গোত্র।

ব্রাহ্মণদের জীবনে আরবী ফারসী এতদূর অনুপ্রবেশ করেছে যে হিন্দু নাৎসী ফুহ্‌রর বালাসাহেব দেওরসেরও নামেও দুটো আরবী শব্দ রয়েছে। বালা মানে উচ্চ, সাহেব মানে ব্যক্তি। মতিলাল নেহেরু ও জহরলাল নেহেরুর নামের সমস্ত শব্দই আরবী ফারসী— (মোতি, জহর-এর অর্থ মণিমুক্তা) হিন্দুদের দ্বারা জাতির জনক এম, কে, গান্ধীকে প্রদত্ত আদুরে নামে 'বাপু' আরবী, 'বাবা' শব্দ থেকে জাত। এই শব্দ হিন্দু সাধুসন্তদের ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধার সংগে ব্যবহৃত হয়।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

সমস্ত জনপ্রিয় এবং সরকারী উদ্যোগে ঘোষিত শ্লোগান ও প্রোগ্রামও আরবী ফারসী শব্দযুক্ত—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আরাম হারাম হ্যায়, রোটি, কাপড়া, আউর মাকান, নাসবন্দী। সাম্প্রতিক কালের জওহর রোজগার যোজনা এর অন্তর্ভুক্ত। ইন্দিরা হত্যার পরে এখনও কিছু নাৎসীদের স্লোগানও খুন কা বদলা খুন সে লেঙ্গেও আরবী ফারসী শব্দ।

আরবী-ফারসী উচ্চারণ পদ্ধতিও গোবলয়ের হিন্দু শাস্ত্র ও অবতারদের নাম পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে। এই সমস্ত নামের শেষ থেকে অকারান্ত স্বর প্রত্যাহৃত হয়েছে। রামায়ণঅ হয়েছে রামায়ণ,

www.pathagar.com

মহাভারত, লক্ষ্মণ, শিব প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষায় এই স্বর এখনও রয়ে গেছে। সেখানে রামকে রামা, শিবকে শিবা প্রভৃতি বলা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আর্যরা ভারতীয় ভাষা থেকে আরবী-ফারসী শব্দ তুলে দিতে চায় এবং একে শুদ্ধ হিন্দী করার চেষ্টা করছে।

তদুপরি আমরা দেখতে পাই ভারত সরকারের মনোহারী সাইন-বোর্ড ও মুদ্রায়, নোটে লিখিত ভারত সরকারের 'সরকার' শব্দটাও ফারসী।

আরবী-ফারসীকে উৎখাত করার অত্যুৎসাহে হিন্দুদের প্রথমে যা করা উচিত তা হচ্ছে তাদের নাম থেকে হিন্দু শব্দটাই বাদ দিয়ে দেওয়া কারণ এটা খোদ ফারসী শব্দ"।

যাহোক এই ভাষাগত ফ্যাসীবাদ রুখবার জন্য অব্রাহ্মণ জন-সাধারণকে সাহিত্যে বেশী বেশী দেশী কথ্যভাষা, বোলচালের ভাষা চালু করতে হবে। সংস্কৃতপ্রধান তৎসম শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত বিদেশী শব্দকে পরিহার না করে ব্যবহার জারী রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রিপোর্টকে প্রতিবেদন ও রিপোর্টারকে প্রতিবেদক বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। রিপোর্ট ও রিপোর্টার বহুল প্রচলিত ও সর্বজন-গ্রাহ্য। যারা জীবনে ও ভাষায় ছুৎমার্গকে প্রশ্রয় দেয় তাদের অনুসরণ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। দলিত ও মুসলমানদের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও ভাষা বাদ দিয়ে নিজস্ব সাহিত্য ও ভাষা তৈরী করে নিতে হবে।

—:০:—

www.pathagar.com

'মেরা ভারত মহান'

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বহুখ্যাত উক্তি 'মেরা ভারত মহান।" সেই মহান ভারতের আজ ভগ্নদশা। ভারতের আজকের অবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগলরাও যা-তা মোগল ছিলনা, ছিল "Great Mogol." বাবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সকলেই ছিলেন 'গ্রেট মোগল'। এই গ্রেট মোগল সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছিলেন : "There cannot be a lasting empire without a great people," অর্থাৎ 'মহান জাতি ছাড়া স্থায়ী সাম্রাজ্য থাকে না। ভারতে "গ্রেট পিপল" ছিলনা। ঐশীজ্ঞান ও প্রেরণা ছাড়া পিপল গ্রেট হতে পারেনা আর গ্রেট পিপল বা মহান জাতি না থাকলে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাও থাকে না। যদুনাথ সরকার তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন,—"History when rightly read, is the menifestation of the will of God-" অর্থাৎ 'যথার্থভাবে পাঠ করলে ইতিহাস আল্লার ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।"

ভারত ইতিহাসে আল্লার এই ইচ্ছা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখা দরকার। গৌতম বুদ্ধ ভারতকে এক মহান জাতিতে পরিণত করেছিলেন যে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেই মহান জাতি কম-বেশী হাজার বছর ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে কিন্তু পরে শংকরাচার্যের নেতৃত্বে ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের উত্থান হয় ও বৌদ্ধদের উপর সাংস্কৃতিক ও দৈহিক আক্রমণ শুরু হয়। ফলে ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় ও এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এটা পূরণ করার সাধ্য কারোরই ছিলনা। এই শূন্যতা পূরণের

www.pathagar.com

জন্ম ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলাম মুসলমানদের গ্রেট পিপলে পরিণত করেছিল। ইসলামের আগমনের ফলে এদেশের আপামর জনসাধারণ বর্ণবাদের অত্যাচার থেকে বেঁচে যায়। লাখো লাখো মানুষ ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রভাবে দেশজুড়ে অব্রাহ্মণ আন্দোলনসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের জন্ম হয়। কালপ্রবাহে মুসলমানরা ইসলামের পরিবর্তে ভারতীয় লোকাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের ন্যায় মুসলমানদেরও পতন ঘটে। তারা মোগল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আবার শূন্যতার সৃষ্টি হয়। 'গ্রেট পিপল' ইংরেজ সেই শূন্যতা পূরণ করে। ইংরেজ রাজত্বকে আল্লার আযাব হিসাবে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বর্ণহিন্দুরা ইংরেজ রাজত্বকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে ও তারা সেই বৈদিক সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হন গৌতম বুদ্ধ যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তারা ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ডাঃ আম্বেদকর 'মূকনায়ক পত্রিকায় লিখেছেন, 'দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই যদি স্বরাজ আসে তা হবে উক্ত ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর স্বরাজ।'

এই কারণে মিঃ গান্ধী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ-এশিয়ার সক্রেটিস পেরিয়ার ই, ভি, রামস্বামী নাইকারের সহযোগিতা প্রার্থনা

www.pathagar.com

করলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এটা ভারতীয় জনতার স্বাধীনতার আন্দোলন নয় বরং ভারতীয়দের উপর জুলুম অত্যাচার চিরস্থায়ী করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার আন্দোলন। দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্থা কংগ্রেস ও তার স্বৈরাচারী নায়ক গান্ধীজী ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতালাভের পূর্বে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিংবা হিন্দু-অচ্ছুত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী সুযোগ-সুবিধা সমানুপাতিক হারে বণ্টনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালে লাখনৌ চুক্তি সম্পাদিত হয় তেমনি ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই আপোষ-ফরমূলা বানচাল করে দেয়। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯২৬ সালের প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্টকে বাতিল ঘোষণা করা হয় অথচ ঐ সম্মেলনেই নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গান গাওয়া হয়। 'জাতি' নয় 'জাতের' জয় সেদিন হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের আলোচনা টেবিলে ডাক্তার বিধান রায় বলেন, "তাহলে মুসলমানদের কথা এই: স্বাধীনতা সংগ্রামে যাবনা, কিন্তু চাকরীতে অংশ দাও। স্যার আবদুর রহিম এর

www.pathagar.com

পাল্টা জবাব দেন, 'তাহলে হিন্দুদের কথা এই ঃ চাকরীতে অংশ দিব না, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আস।'

—(দ্রষ্টব্য কলম নভেম্বর, '৮৯)

গান্ধীজীর এই চালাকীটা পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বলেই ১৯৪০ সালের ৮ই জুন বোম্বায়ে মুসলমান সমাজের নেতা মিঃ জিন্না ও অচ্ছুত সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকরকে এক আলোচনা বৈঠকে সমবেত করে যৌথ ষ্ট্রাটেজী বানাতে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে এ উদ্যোগ সফল হয়নি। ভি, টি, রাজশেখর লিখেছেন, "On the other hand, we suspect a secret conspiracy blessed by Gandhi and other Hindu revivalist leaders to keep them apart."

তাদের এই ষড়যন্ত্রের কারণ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের লক্ষ্য ছিলনা বরং লক্ষ্য ছিল ভারতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগ ফিরিয়ে আনা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল এই লক্ষ্য অর্জনের সোপান। মিঃ শচীন সেন তাঁর 'The Birth of Pakistan' গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'The Indo-Moslem culture was not appreciated on the political platform of Hindus. The exploits of Sikhs and Marathas were revived, there was a call for return to the India of pre-Muslim times." অর্থাৎ 'ইন্দো-মুসলিম কালচার হিন্দুদের রাজনৈতিক মঞ্চে সমাদৃত হয়নি। শিখ ও মারাঠাদের বিপর্যয়কে নতুনভাবে উজ্জীবিত করা হয়, মুসলিম-পূর্ব যুগের ভারতে ফিরে যাবার আহ্বান জানান হয়।'

www.pathagar.com

ভারতে ব্রাহ্মণ্যরাজ কায়েম করবার জন্যই মৌলানা মোহাম্মদ আলীর ফরমূলা (দ্রষ্টব্য Islam in recent History) পরিহার করে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৯২৮ সালে ভাবী ভারত শাসনের খসড়া প্রকাশ করেন। এটা এতই একপেশে ছিল যে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। মুসলিম লীগের দুটো গ্রুপের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাও মিটে যায় এবং ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়। এতে অচ্ছুতদের রাজনৈতিক সত্তা স্বীকৃত হয়। মুসলমান ও শিখেদের মত তারাও সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার সুযোগ লাভ করে। এতে বর্ণ হিন্দুরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গান্ধীজী পুণা চুক্তির মাধ্যমে অচ্ছুতদের স্বাধিকার আন্দোলনকে বিপথগামী করেন। তফশিলীদের কাছে টেনে মুসলমানদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম লীগকে কোন স্বীকৃতি দিতেই রাজী হয়নি ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস। ১৯৩৮ সালে কায়েদে আযম জিন্নাহ এক অবরুদ্ধ সমাজের নেতা হিসাবে আর্তনাদ করে ওঠেন, "আমি বলতে চাই, মুসলমান ও মুসলিম লীগের কেবলমাত্র একটা মিত্রই আছে এবং সেই মিত্র হচ্ছে মুসলিম জাতি এবং একজন, কেবলমাত্র একজনের পানেই তারা তাকাতে পারে আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।" এজন্য কবি নজরুল ইসলামের মতো মানুষ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে মুসলিম ভারতের নেতা হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাগত জানান নিম্ন ভাষায়—"হঠাৎ লীগ নেতা কায়েদে আযম যেদিন পাকিস্তানের কথা তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'আমরা বৃটিশ

www.pathagar.com

ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব'—সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলাম—হাঁ, এতদিনে একজন 'সিপাহসালার'—সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠল।" (দ্রষ্টব্য দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে মে ৯০)

গান্ধীজী জাতিভেদ প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না বরং তিনি রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন যে রামরাজ্যকে অচ্ছুতরা মৃত্যুঘন্টার সামিল বলেই মনে করে।

এ পথের প্রতিবন্ধক ছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব। তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতবাসীর নামে বর্ণ হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। অহিংসা ও অসহযোগ ছিল তাঁর হাতিয়ার। তাই তিনি কাউকে স্বীকৃতি দিতে. কারো অধিকার স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না তবে কিছু অনুগ্রহ প্রদান করতে রাজী ছিলেন। গান্ধীজী ঘোষণা করেন, "আমি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন দেবনা কিন্তু পৃথক নির্বাচন ছাড়া যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অনিচ্ছাসহকারে আমি প্রত্যেক প্রকৃত সংখ্যালঘুদের তাদের সংখ্যানুপাতে সংরক্ষণ প্রথা দিতে রাজী আছি।" (দ্রষ্টব্য Birth of Pakistan P. 120—শচীন সেন।)

এটাও তিনি দয়া করে রাজী হয়েছিলেন মিঃ নেহেরুর পরামর্শে কারণ তাঁর কংগ্রেস তখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি ব'লে অন্যথায় তিনি এটুকু দিতেও রাজী ছিলেন না। তিনি গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারী পলিটিকস ইত্যাদির পক্ষপাতীও ছিলেন না। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে সাময়িকভাবে কালহরণের

www.pathagar.com

জন্য তিনি গণপরিষদ গঠনে রাজী হন। তিনি কংগ্রেসকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চিন্তার পূর্বে গণপরিষদে পৌঁছানোর সমস্ত উপায়-উপকরণ নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। গণপরিষদে পৌঁছানোর ভূমিকা হিসাবে একটা পর্যায় এমনও আসতে পারে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম জরুরী হয়ে পড়বে। এখনও সেই পর্যায় আসেনি।"

বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এতে তিনি ব্যর্থ হন। তিনি গৃহযুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, 'He suggested that there should be a united India or a Partitioned India or a proper civil war,' অর্থাৎ 'তিনি প্রস্তাব করেছিলেন অখণ্ড ভারত, খণ্ডিত ভারত অথবা যথাযথ গৃহযুদ্ধের।'

কিন্তু এসব হম্বিতম্বি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলেই বসতে হয় ও ভারতের জন্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা লীগ-কংগ্রেস উভয়ই গ্রহণ করে। এটা ছিল এক পবিত্র চুক্তি। কিন্তু একাধিপত্যকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেসী নেতৃত্ব মনে-প্রাণে এই চুক্তি গ্রহণ করতে পারেনি। তারা মুসলমানদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে ভোগ করার থেকে মুসলমানদের পৃথক করে ছেঁটে ফেলতেই আগ্রহী ছিল। ভারতের সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানদের অবস্থান ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চিন্তিত করে তোলে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে ডঃ আম্বেদকর ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেসকে চল্লিশের দশকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন দেশ ভাগ করে মুসলমানদের পাকিস্তান দিয়ে সেনাবাহিনীকে মুসলিম-প্রাধান্য মুক্ত করতে। তিনি বলেছিলেন,

www.pathagar.com

"That is the only way of getting rid of the Muslim preponderance in the Indian army.' (Pakistan or partition of India, Page-85) অর্থাৎ 'ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে মুসলিম প্রাধান্যমুক্ত করার এটাই একমাত্র পথ।' রাজাগোপালাচারী এটাই লুফে নেন।

কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি মিঃ নেহেরু তাই স্বয়ং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে বানচাল করবার জন্য প্ররোচনামূলক বিবৃতি দেন। ১৯৪৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বায়ে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, "There is a good deal of talk of Cabinet Mission's long-term plan and short-term plan. So far as I can see, it is not a question of our accepting any plan, long or short. It is only a question of our agreeing to go into the constituent Assembly. That is all and nothing more than that. We will remain in that Assembly so long as we think it is good to India and will come out when we think it is injuring our cause and then offer battle. We are not bound by a single thing except that we have decided for the moment to go to the constituent Assembly." অর্থাৎ ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। গণপরিষদে যাবার জন্য আমরা এই প্রশ্নে রাজী হয়েছি। এটাই সব, এর বাইরে কিছুই নেই। আমরা ততক্ষণই পরিষদে থাকবো যতক্ষণ থাকাকে আমরা ভারতের (অর্থাৎ নিজেদের) স্বার্থের জন্য কল্যাণকর মনে করবো এবং তখনই বেরিয়ে আসবো যখন আমরা মনে করবো যে আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অতঃপর যুদ্ধের প্রস্তাব দেব। আমরা এই মুহূর্তে গণপরিষদে যাওয়া ছাড়া আর কোন একটা কিছুর জন্যও বাধ্য নই।"

www.pathagar.com

পূর্বেই বলেছি গান্ধীকথিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতির পূর্ব পর্যন্ত গণপরিষদ নিয়ে কালহরণ করাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। গণপরিষদে লীগকে কোণঠাসা করা সহজ ছিল কারণ সেখানে কংগ্রেসের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তাদের ছিল ২৯২, আর মুসলিম লীগের ছিল মাত্র ৭২ জন সদস্য। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসের একাধিপত্য চাপিয়ে দেবার পথে বিরাট বাধা। তাই এ বাধা মানতে কংগ্রেস রাজী নয়। লীগ যদি কংগ্রেসের কথা না শুনে তাহলে তারা 'then offer battle.' অর্থাৎ যুদ্ধের প্রস্তাব দেবেন।

পণ্ডিত নেহেরুর আজন্ম সাথী মৌলানা আজাদ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লেখেন, "Looking back after 10 years, I concede that there was force in what Mr. Jinnah said. The Congress and the League were both parties to the agreement, and it was on the basis of distribution among the centre, the provinces and the groups that the League had accepted the plan. Congress was neither wise, nor right in raising doubts. It should have accepted the plan unequivocally if it stood for the unity of India." অর্থাৎ দশ বছর পরে পিছনের পানে তাকিয়ে আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে মিঃ জিন্নার কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। কংগ্রেস এবং লীগ উভয় দলই চুক্তির অংশীদার ছিল। কেন্দ্র, প্রদেশ ও গ্রুপের বন্টনের ভিত্তিতেই লীগ পরিকল্পনা (ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা) গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ উত্থাপন করা না বুদ্ধিমত্তা, না সততার পরিচয় ছিল। যদি ভারতের অখণ্ডতাই

www.pathagar.com

তার লক্ষ্য হতো তাহলে তার (কংগ্রেসের) উচিত ছিল বিনাবাক্য-ব্যয়ে এটাকে মেনে নেওয়া।"

কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতিভংগই ভারত বিভাগের কারণ। মিঃ নেহেরুর এই বিবৃতির সময় মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধীজীর সংগে ছিলেন। মিঃ নারায়ণ মিনু মাসানীকে বলেন, "Gandhiji was in tears at the manner in which Jawaharlal had sabotaged the effort to keep India united." হায়, গান্ধীজী কি জানতেন যে, ভারতের সর্বনাশের প্রধান হোতাই তিনি। হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কিংবা দলিত হিন্দু সমস্যার সমাধান তিনিই হতে দেননি এদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে। তিনি এক নয়া ভারতের নতুন কৃষ্ণ হতে গিয়ে যদুবংশ উদ্ধার করতে এসে যদুবংশই ধ্বংস করে গেলেন। বড় দুঃখেই রাম মনোহর লোহিয়া লিখেছেন, 'I have almost proved Gandhiji to be a curse rather than a blessing to the country. India without Gandhiji would have been more hapily placed at least in the short run.' শুধু রামমোহন লোহিয়াই নন, আরও অনেকে এই কথাই বলেছেন, উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯০ সালের ৭ই মে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বিমলেন্দু, এস, দত্তরায় যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, "I also do not regard Mahatma Gandhiji as secular, in mind and in day to day practice, as Mohammed Ali Jinnah was, not withstanding Jinnah's call for Pakistan on religious grounds during the final stages of the Indian freedom struggle. The damage done by the Mahatma to the process of developing secular outlook in India

www.pathagar.com

.....could never be repaired after independence. To-days spread of communal Virus is, to a great extent, Gandhiji's legacy.....Mahatma Gandhi's sustained drive against cow slaughter speaks volumes of his attitude to life, his attempt for communal hermony and Hindu-Muslim unity. Even a man in the street knows what a conservative man the Mahatma was, not to speak of the urban elite.....In my view, if the Shankaracharya nullified the good work done by Lord Buddha in cleansing the Hindu religion of its inherient blind faith in outdated customs and ceremonies and bigotry, Mahat. ma Gandhi nultified the social progress iniliated by Raja Ram Mohan."

এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যবাদের অশুভ প্রভাবই তাঁকে এই বিপত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দেশ বিভাগের জন্য মিঃ জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের দোষ দেওয়া হয় কিন্তু এখন সবাই স্বীকার করছেন প্রকৃত ইতিহাস ভিন্নতর। মৌলানা আজাদ ছাড়া কংগ্রেসের সব বড় নেতাই ভারত বিভাগের পাপে জড়িয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক লিখেছেন, "That this happened is corroborated by evidence other than from Moulana Azad's writing, and that the proposal for the partition of India based on the Mountb atten plan was accepted first by Sardar Patel and then by Pt. Nehru quite against his will..... Azad betrays his ignorance as to what actually transpired in the meeting between Patel, Gandhiji and Pt. Nehru and Lord Mountbatten.....Azad was never convinced of the national wisdom in partition."

www.pathagar.com

"এটা যে ঘটেছিল মওলানা আজাদের লেখা ছাড়া অন্য সূত্র থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ভারত ভাগের প্রস্তাব সর্বপ্রথম সর্দার প্যাটেল এবং পরে নেহেরু কর্তৃক অনিচ্ছাসহকারে গৃহীত হয়েছিল। ..... প্যাটেল-গান্ধী-নেহেরু ও মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে বাস্তবে যা কিছু ঘটেছিল আজাদ সে সম্পর্কে আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। ..... দেশ বিভাগকে তিনি জাতীয় প্রজ্ঞার দাবী বলে কখনই মেনে নিতে পারেননি।' প্যাটেল কংগ্রেসে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন কিভাবে? আসলে কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। আর তার পিছনে ছিল দেশীয় শিল্পপতিদের নেতা মিঃ বিড়লা। ইংরেজকে তাড়িয়ে একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন তারা। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জি, ডি, বিড়লা এক বই লিখে কংগ্রেস নেতাদের নিকট পাঠিয়ে দেন (দ্রষ্টব্য Basic facts Relating to Hindustan and Pakistan) তাতে তিনি দেখান ভারত ভাগ হলে ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবেনা, অধিকন্তু তিনি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার পরামর্শ দেন। ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন বি, এম, বিড়লা প্যাটেলকে লেখেন ঃ ভাইসরয়ের ঘোষণার ফলে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে আপনারই ইচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে। তার ফলে হিন্দুদের ভালোই হবে.....ভারতের বিভক্ত অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র হবে। আমরাও কি হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করে হিন্দুস্থানে একটা হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করার কথা বিবেচনা করতে পারিনা?"

ব্রাহ্মণ-বেনিয়া ষড়যন্ত্রের ফলেই দেশ বিভক্ত হয়। পাপ লুকায় না,

www.pathagar.com

সাগরও শুকায় না। পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। প্রতিশ্রুতি ভংগের ফল ভাল হয়না। ঐশীপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলে মিঃ নেহেরু এতবড় প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে পারতেন না। এর পরও তিনি প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছেন বারবার। ডঃ আম্বেদকর ও মাষ্টার তারা সিং কিংবা শেখ আবদুল্লাহ কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস রক্ষা করেনি। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব-লংগোয়াল চুক্তি ভংগ করেছেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী মুসলমান, শিখ ও অচ্ছুত সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠনের জন্য যে বিরাট মন, বিরাট সাধনার প্রয়োজন তা ভারতে ছিলনা এবং আজো নেই। তাই ধ্বংসের হাত থেকে, বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে ভারতকে বাঁচান যাবেনা যদি না ভারত পুনরায় প্রকৃত অর্থে ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয় কিন্তু বর্তমানে ভারত ঐশীপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে শয়তানী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্থান তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রামজনমভূমি মন্দিরের শিলান্যাস করার নামে যে ফ্যাসীবাদী হিন্দুত্ব আত্মপ্রকাশ করছে তার পরিণাম কখনও কল্যাণকর হবেনা। কেন হবেনা সে প্রশ্নে পরে আসছি কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারতে সেকুলার গণতন্ত্র ব্যর্থ হলো কেন? এটা ব্যর্থ হলো এই কারণে যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য ভারতে যে প্রয়োজনীয় শর্তসমূহের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন তা এখানে নেই। সামাজিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পারেনা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম সামাজিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারেনা। যদি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সে হয় তাহলে তার জাতিভেদ প্রথা ও অহংকারমূলক আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদকে কবর দিতে হয় কিন্তু এর অর্থ হলো ভারত থেকে বর্ণাশ্রমধর্মী ব্রাহ্মণ্যবাদের উচ্ছেদ। বৌদ্ধধর্মের সাম্যের আদর্শ অতীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন মেনে নিতে পারেনি বরং বৌদ্ধধর্মকেই ভারত থেকে বিদায় করেছে ও পরিণামে পাঠান-মোগলদের গোলামী বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে গুপ্তযুগে ফিরে যাবার জন্যে তাদের সেকুলার গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করতে হবে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তারা তা করবে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি তার পরিণাম কখনও কল্যাণকর হবে না যেমন অতীতে হয়নি। জংগী জার্মাণীর ন্যায় জংগী হিন্দুত্বেরও পতন ঘটবে। মিঃ নেহেরু পূর্ব্বাহ্নেই আমাদের সতর্ক করে গেছেন নিম্ন ভাষায়, "যখন একটা দেশ বিদেশের অধীনে পরাধীন থাকে তখন জাতীয়তাবাদ শক্তি ও সংহতির হাতিয়ার কিন্তু একটা পর্যায় আসে যখন এর প্রভাব সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট হয়। কখনও কখনও এটা উগ্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যেমনটা ইউরোপে হয়েছে এবং অন্য দেশ ও জাতির উপর নিজেকে চড়াও করতে চায়। প্রত্যেক জাতিই এই পাগলামিতে ভুগে যে অন্য সবার থেকে তারা সেরা ও নির্বাচিত জাতি। যখন তারা শক্ত সামর্থ ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠে তখন তারা নিজেদের মতপথকে অপরের উপর চাপিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়। এটা করতে গিয়ে তাদের এই প্রচেষ্টায় তারা কখনও কখনও বা কোন এক সময়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়, ধাক্কা খায় ও পতন ঘটে। জাপান ও জার্মাণীর উগ্র জাতীয়তাবাদের এই পরিণতি হয়েছে।"

আমার মনে হয় গান্ধী-নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত জাতীয়তাবাদ এই ভুল করেছে যার জন্য দেশ ভাগ হলো। মিঃ জিন্না মৌলবাদীও ছিলেন না এমনকি আজাদের ন্যায় মৌলানাও

www.pathagar.com

ছিলেন না বরং পাকা সেকুলার গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেও প্রাজ্ঞ। প্রায় গোটা মুসলিম-ভারতও ছিল তাঁর পিছনে। কংগ্রেস মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারলে, অপরের উপর নিজেদের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে না চাইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কবেই হয়ে যেত এবং দেশ ভাগও হতো না কিন্তু যেহেতু তারা সীমা লংঘন করেছিলেন তাই ফলাফল ভাল হয়নি। ঐশী বিধানের কাছে নত না হওয়ার কারণেই এই সীমা লংঘনের ব্যাপারটা ঘটলো। এই সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ির জন্য দেশবিভাগের আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছিলেন কিন্তু আমরা শিক্ষাগ্রহণ করলাম না বরং জাতীয় স্বার্থের নামে, জাতীয় সংহতির নামে আমরা ক্রমশঃ সংকীর্ণ মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে লাগলাম। মিঃ নেহেরু এ ব্যাপারে সচেতন থেকেও এই মনোভাবকে রুখতে বিশেষ কিছু করতে পারেননি ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার মৌলিক দুর্ব্বলতার কারণে। এই মৌলিক দুর্ব্বলতা হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানে এর ব্যর্থতা। পাঁচ হাজার বছর পরেও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা দলিত সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেনি। ফলে দলিতদের মধ্য থেকে বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, কম্যুনিষ্ট, র‍্যাশানালিষ্ট প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় বেরিয়ে এসেছে ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। অজ্ঞতা ও তজ্জনিত অহংকার ও বৃথা গর্ব ইত্যাদির কারণে তারা অন্যের সংগে মানিয়ে চলতে পারেনি। তারা সহাবস্থানের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবপন্থাও উদ্ভাবন করতে

www.pathagar.com

পারেনি বরং নেতিবাচক মনোভাবের দ্বারা তারা সমস্যাকে জটিল করেছে। তাই তারা বর্ণহিন্দু ছাড়া কারো মনেই নিরাপত্তাবোধ দিতে পারেনি ; সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধান তো অনেক দূরের কথা। তাই তারা ভারতবর্ষের মত বহুজাতিক দেশে জনগণের সকল অংশকে সমানুপাতিক হারে অংশ দিয়ে সকলের সম্মিলিত জাতীয় রাষ্ট্রগঠন করতে তারা পারেনি। আর সংগীতা রাও দিল্লী থেকে লিখেছেন, "ডঃ আম্বেদকর মনেপ্রাণে সমাজতন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ সালেই, "States and Minorities" এই শিরোনামায় তিনি ভারতের ভাবী সংবিধানের খসড়া তৈরী করে ফেলেন। মৌলিক অধিকার প্রবর্তনের ভার যাদের উপর ছিল সেই প্যাটেল ও জে, বি, কৃপালনীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে তিনি হতাশ হন, কারণ তাঁরা সমাজতন্ত্রকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে সামিল করতে রাজী হয়নি। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেহেরুর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেও ব্যর্থ হন। তাঁদের না বোঝাতে পেরে তিনি আরও বেশী হতাশ হয়ে যান।"

মনে রাখতে হবে যে ডঃ আম্বেদকর কেতাবী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন না বরং তিনি সমাজতন্ত্র বলতে বুঝতেন বঞ্চিতদের প্রাপ্তি। ব্রাহ্মণ-বানিয়ার তল্পীবাহক কায়েমী স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী কংগ্রেস বঞ্চিতদের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামও করেনি যদিও মিঃ নেহেরু ত্রিশের দশকে থেকে সমাজতন্ত্রের ডংকা বাজাচ্ছিলেন সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দিয়ে দলে টানতে যাতে ব্রাহ্মণদের গদীলাভের আন্দোলন সহজ হয়। তাই অন্তবর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক বাজেট কংগ্রেসের সমর্থন পায়নি। কংগ্রেসের বলার কথা ও করার কথা এক ছিলনা ও আজো এক নেই। তাই আম্বেদকরও প্রতারিত হলেন। সেকুলারিজিমের ডংকাও কম বাজান হয়নি কিন্তু নতুন সংবিধানে কোথাও সেকুলারিজিমের কথা বলা হয়নি যাতে সংবিধানে সেকুলার শব্দ প্রবিষ্ট করার আগেই প্রশাসনযন্ত্রের সর্বত্র বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য কায়েম হয়ে যায়। এসব কিছু করার পর সংবিধানের মুখবন্ধে জরুরী অবস্থার পর এসব শব্দ সংবিধানের অলংকরণের জন্য প্রবিষ্ট করান হয়। ১৯৮১ সালেও ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের পজিশান ছিল লোকসভায় ৪৮%, রাজ্যসভায় ৩৬% গভর্ণর, লেঃ গভর্ণর ৫০%, তাদের সচিব ৫৪%, ইউনিয়ন ক্যাবিনেট সচিব ৫৩% মন্ত্রীদের চিফ সেক্রেটারী ৫৪%, মন্ত্রীদের প্রাইভেট সেক্রেটারী ৭০%, জুনিয়ার এ্যাডিশনার সেক্রেটারী ৬২%, ভাইস-চান্সেলার ৫১%, সুপ্রীম কোর্টের জজ ৫৬%, হাইকোর্টের জজ ৫০%, এ্যামব্যাসাডর ৪১%, সরকারী প্রকল্পের ম্যানেজার কেন্দ্রীয় ৫৭%, রাজ্যে ৭২%। এই পরিসংখ্যান দিয়ে আর সংগীতা রায় লিখেছেন, "উপরোক্ত ছক প্রমাণ করে যে ৫% ব্রাহ্মণ কেন্দ্রে ৬০% ও অন্যান্য তিনি বর্ণের লোকেরা বাদবাকীটা লোপাট করেছে। ১০% সামন্ত প্রভু এবং রাজ্যের বাকী দুই উচ্চবর্ণ ৮০% রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে তা কংগ্রেস বা অকংগ্রেস যার দ্বারাই শাসিত হোক" (দ্রষ্টব্য Voice of the weak, Oct. 1989)।

পুলিশ, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান সহজ

www.pathagar.com

হয়। মিঃ নেহেরু এর উত্থান-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীদের যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, "But a more insidious form of nationalism is the narrowness of mind that it developes within a country, when a majority thinks itself as the entire nation and in its attempt to absorve the minority actually seperates them even more. We, in India, have to be particularly careful of this because of our tradition of cast and separatism. We have a tendency to fall into separate groups and to forget the larger unity...in the name of unity, they seperate and destroy. In social terms they represent reaction of the worst type."

অর্থাৎ "অধিক ছলনাপূর্ণ জাতীয়তাবাদ হচ্ছে মানসিক সঙ্কীর্ণতা যা একটা দেশের মধ্যে তখন জন্মলাভ করে যখন তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেকেই গোটা জাতি হিসাবে ভাবতে শুরু করে দেয় এবং সংখ্যালঘুদের মিলিয়ে-মিশিয়ে নিতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভারতে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের জাতপাত ও বিচ্ছিন্নতার ঐতিহ্যের কারণে। আমাদের বৃহত্তর ঐক্যের কথা ভুলে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। ঐক্যের নামে তারা বিচ্ছিন্ন করে ও ধ্বংস করে। সামাজিক দিক দিয়ে দেখলে তারা জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারক।"

এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একটা অংশ আর এস এস, বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, হিন্দুদের জাতি ভাবতে শুরু করেছে ও সংখ্যালঘুদের সাংগীকৃত করবার জন্য 'পজিটিভ সেকুলারিজিমের' শ্লোগান তুলেছে। এতে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আপন না করে দূরে করে

www.pathagar.com

ফেলছে। এ সম্পর্কে সতর্ক থাকবার জন্য মিঃ নেহেরু বলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কন্যা ও নাতি তারই মত এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করেন নি বা করতে পারেননি শুধু মৌখিক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া। তাঁরা এটা করতে পারেননি এই কারণে যে, যে হিন্দুত্বের প্রচার সংকীর্ণচেতা সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা করছে তার মোকাবেলা করার মত সামাজিক ভিত্তি ও সংগঠন তথাকথিত সেকুলার হিন্দুদের ছিলনা, আজো নেই। তাই প্রতিরোধ নয় বরং আত্মসমর্পণ করে বসলেন রাজীব সরকার। সংখ্যালঘুদের রক্ষার সব প্রতিশ্রুতিই নেহেরু পরিবারের সরকার ভঙ্গ করেছেন। তাই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন।

ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্ষমতায় এল ইংরেজকে বিতাড়িত করার পর। ইংরেজকে পালাতে হলো কেন এটা একটা বড় প্রশ্ন। ইংরেজকে পালাতে হলো এই কারণে যে ভারতে এসে ইংরেজরা ভারতীয় আর্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এটা আমার কথা নয়। ফরাসী চিন্তানায়ক Poliakov কি লিখেছেন শুনুন, "About 1780, the Brahamins of Bengal were given orders to translate into English the ancient laws and sacred writings of India." অর্থাৎ "১৭৮০ সালে বাংলার ব্রাহ্মণদের ভারতের প্রাচীন আইনকানুন ও শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল।"

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জয় করলো আর ১৭৮০ সালে আর্যদর্শনের অনুবাদের আদেশ দিয়ে বসলো। এ কাজের জন্য তারা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্সকে কোলকাতা হাইকোর্টের জজ করে পাঠালো। তিনি সংস্কৃত শিখে আর্যগ্রন্থসমূহ রপ্ত করে দেখলেন ভারতীয় আর্য শিক্ষার

www.pathagar.com

সাথে ইউরোপীয় আর্য গ্রীকদের ধ্যান-ধারণার প্রভূত মিল। তিনি একজন ব্রাহ্মণকে ঘুস দিয়ে ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দক্ষতার পরিচয় দিলেন জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার। শোপেনহাওয়ার, হেগেল সবাই একে একে আর্যদর্শনে প্রভাবিত হতে লাগলেন এই কারণে যে তারা যে সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ভারতের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণরা সেই সাদা চামড়ারই লোক এবং তারাও তাদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণ্যবাদ শুধু জন্মকৌলিন্যে বিশ্বাসী নয়, অর্থকৌলিন্যেও বিশ্বাসী। ফলে বৈষম্যমূলক অর্থনীতির মতবাদ ধনতন্ত্রবাদেরও তা বিরোধী নয়। একাবারে সোনায় সোহাগা। চাণক্যের কূটনীতির মিথ্যা-দর্শনও তারা পেয়ে গেল। 'Devide and rule' নীতি তারা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই শিখেছিল। Poliakov লিখেছেন, Max Muller, who influenced the British rulers to admit the genetic superiority of the Indian Brahamins who secured top jobs in the British Government," "অর্থাৎ ম্যাক্সমুলার বৃটিশ শাসকদের ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বুঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণরা বৃটিশ সরকারের বড় বড় পদে নিযুক্ত ছিলেন।"

ফলে ইংরেজ ও তার প্রশাসনের অধঃপতন ঘটেছিল। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল ভারতে এসেই। রাজা-বাদশা-নবাব জমিদার সবের পৃষ্ঠপোষক ছিল ইংরেজ। জমিদাররা ছিল অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও উগ্র ধনতন্ত্রবাদী। শাসন-শোষণে দেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ তার মানবিকতা

www.pathagar.com

হারিয়েছিল ভারতে। স্বদেশে ও স্বজাতির মধ্যে যে মানবিকতার সে পৃষ্ঠপোষক ছিল বিদেশে সে ছিল সেই সেই মানবিকতার দুশমন। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজ সম্পর্কে যে আকর্ষণ ছিল শীঘ্রই তা বিকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। সে আর 'গ্রেট পিপল রইলো না। তাই তাকে যেতে হলো।

কিন্তু তারপরেও একটা প্রশ্ন রয়ে যায় ব্রাহ্মণরা কি তাহলে 'গ্রেট পিপলে' পরিণত হয়েছিল যে কারণে তারা শাসনক্ষমতা পেল? হ্যাঁ, তারা কিছুটা 'গ্রেট পিপলে' পরিণত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়, গোবিন্দ রানাডে ও স্বামী দয়ানন্দ প্রমুখের পৌত্তলিকতা বিরোধী আন্দোলনের ফলে। তারা প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণাধর্মের সংস্কার করেছিলেন। পাশ্চাত্য লিবারিলিজিমের প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল। তারা ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানবতাবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর বিপরীতমুখী চিন্তার কারণে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঘুণ লাগলো আর তা ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশকে তমসাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। সেটা কিভাবে বর্তমান অবস্থায় বিবর্তিত হয়ে এসেছে তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সহনশীল হিন্দুর জন্ম হয়েছিল তার একাংশ বিংশ শতাব্দীতে অসহিষ্ণু হতে হতে চরম অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সেকুলার ও সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর এই দ্বন্দ্বে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু যদি জয়ী

www.pathagar.com

হয় আর তা যদি মুসলিম দলিত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দলনে ব্যস্ত থাকে তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতার পতনের পর যে ফ্যাসীবাদী হিন্দুর অভ্যুত্থান ঘটবে তাতে ভারতে এমন 'গ্রেট পিপল' থাকবেনা যারা ভারতকে সামলাতে পারবে। আজ ভারত প্রকৃতপক্ষে ধর্মের দেশ নয়, অপধর্মের দেশ। এই অপধর্ম রাজনীতির উপর সওয়ার হয়েছে। এটা শুধু ব্রাহ্মণ্যকালচারকে উত্তরাধিকারসূত্রে লালনই করছেনা বরং ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বকে পরম সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করেছে।

তাই আগামীতে তারা ভারতের বিপর্যয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবেনা। নকশালরা, দলিতরা কিংবা অন্যান্য গোষ্ঠীরা যদি আন্তরিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনমূলক, গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে সাময়িক বিপর্যয় এড়াতে পারলেও শেষরক্ষা করতে পারবেনা কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকল্প কোন শক্তিশালী জীবনদর্শন তাদের কাছে নেই। যাদের কাছে ঐশীচেতনা আছে তারা তাদের নিজেদের জালে নিজেরা বন্দী হয়ে রয়েছে। তাদের বাস্তব দৃষ্টিভংগী ও উপযুক্ত রণকৌশল নেই। এই কারণে তারাও 'গ্রেট পিপল' তৈরী করতে পারবে না। ভারতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তাই প্রবল। আল্লাহ তো জনপদের উপর জুলুম করেন না কিন্তু জনপদের অধিবাসীরা যদি নিজেদের উপর জুলুম করে তাহলে তাদের বিপর্যয়ের জন্য তারা দায়ী হবেনা তো হবে কে? আল্লাহ বৌদ্ধ, মুসলমান, ইংরেজ কাউকে ক্ষমা করেননি অবশ্য ঢিল তিনি প্রত্যেককেই দিয়েছেন সংশোধনের জন্য কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যদি এর

www.pathagar.com

সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের সংশোধিত না করে অধিকতর ঢিলের কারণে আরও বেশী বেপরোয়া হয়ে যায় তাহলে পূর্ববর্তী শাসক-গোষ্ঠীর ন্যায় তারাও আল্লার রোষানলে পতিত হবে বলে মনে হয়। আফসোস এই বিরাট বিপদ থেকে এদেশকে বাঁচাবার জন্য কাউকেও সামনে দেখা যাচ্ছে না। আজ প্রয়োজন এক প্রহ্লাদের, এক ইবরাহীমের যিনি হিন্দুস্থানের বুতখানায় আজরের ঘরেই জন্মলাভ করবেন।

—: সমাপ্ত :—

www.pathagar.com

www.pathagar.com